বিপজ্জনক বিচ্যুতি

বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির স্রোত বন্ধ করতে কেন এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ

Coastal Livelihood and Environmental Action Network
clean

RECOURSE
Making finance accountable to people and planet

NGO Forum on ADB

বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির স্রোত বন্ধ করতে কেন এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ

প্রকাশক রিকোর্স (সাবেক ব্যাংক ইনফরমেশন সেন্টার - বিআইসি ইউরোপ)
উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন) ও
এনজিও ফোরাম অন এডিবি

প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রচ্ছদের ছবি ভোলা আইপিপি (গ্যাস ও ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র)
ছবির স্বত্ব উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)

প্রতিবেদন বিষয়ক আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন :

রিকোর্স
সারফাটিস্ট্রাট ৩০, ১০১৮ জিএল আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
ইমেইল : info@re-course.org

রিকোর্স

অন্তর্ভূক্তিমূলক, পরিবেশগতভাবে টেকসই, সামাজিকভাবে যথাযথ ও দারিদ্র্যবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহত্তর বিনিয়োগ-জগৎ, অর্থপ্রবাহ ও সরকারকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে 'রিকোর্স' উন্নয়ন-অর্থায়ন বিষয়ে কাজ করে। অধিকতর তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক পরিদর্শন করুন : https://www.re-course.org

যথাযথ সূত্রোল্লেখ-সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি অধিপরামর্শ, প্রচারাভিযান, শিক্ষা ও গবেষণা-কার্যক্রমে বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে। এ ধরনের প্রকাশনার কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য নিবন্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (এআইআইবি) শুরু থেকেই 'সবুজায়িত' হবার এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চস্বরে প্রচার সত্ত্বেও বাস্তবায়নে রূপান্তরিত হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এআইআইবি'র প্রতিশ্রুতি যাচাই করার সঠিক মাপকাঠি হলো আজ পর্যন্ত ব্যাংকটির দেয়া ঋণের পদচিহ্ন, অর্থাৎ অনুমোদিত প্রকল্পের চারিত্র্য। এভাবে দেখলে একটি বিপজ্জনক চিত্র প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠার প্রথম ৪ বছরে (২০১৬ - ২০১৯) ব্যাংকটি মোট বিনিয়োগের ২০ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে, বিশেষত প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে, ঋণ দিয়েছে। এছাড়া আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (এফআই) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও অবকাঠামো তহবিলের মতো তৃতীয় পক্ষকে এআইআইবি ঋণ দিয়েছে যা শেষ পর্যন্ত উপঋণ হিশেবে জীবাশ্ম জ্বালানি, এমনকি কয়লাখাতে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে এআইআইবি'র বিনিয়োগের হার খুবই সামান্য – ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের মাত্র ৭ শতাংশের কিছু বেশি।

গ্যাসের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের কারণে বোঝা যায় যে এআইআইবি গ্যাসখাতকে মোটেই রূপান্তরকালীন জ্বালানি হিশেবে বিবেচনা করছে না, বরং গ্যাসখাত এআইআইবি'র স্থায়ী বিনিয়োগের খাতে পারিণত করেছে যা নবায়নযোগ্য জ্বালনি খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিনাশের বিপজ্জনক প্রক্রিয়া। এআইআইবি'র বিনিয়োগের আরেকটি প্রবণতা হলো : জ্বালানি পরিসঞ্চালন ও বিতরণ খাতে বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে যে ধরনের জ্বালানি সরবরাহ করা হয় তা সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলে।

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে এআইআইবি'র সবুজায়নের দাবি দুইভাবে যাচাই করা হয়েছে : (১) জীবাশ্ম জ্বালানির ভিত্তিতে ব্যাংকটির নীতিমালা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং (২) পৃথিবীর সর্বাধিক জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম দেশ বাংলাদেশে ব্যাংকটির বিনিয়োগ বিশ্লেষণ।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এআইআইবি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রধানত জ্বালানি খাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এআইআইবি'র পরিস্কার লক্ষ্য হলো : টেকসই জ্বালানি ও দরিদ্র জনসাধারণের জ্বালানি-অভিগম্যতা নিশ্চিত করায় সরকারের বহুপ্রশংসিত উদ্যোগে সহায়তা করা, না হয় যে কোনো উপায়ে স্ববিরোধী জ্বালানি-নির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জনে পৃষ্ঠপোষণ করা।

একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (এফআই) প্রকল্পসহ বাংলাদেশে এআইআইবি'র জ্বালানি বিষয়ক পাঁচটি প্রকল্প পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি প্রকল্পও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, অথবা সকলের জন্য জ্বালানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা – এ দুটোর কোনোটাকেই সাহায্য করে না। বরং এআইআইবি'র বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে নতুন গ্যাস ও ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণসহ জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি সর্বান্তকরণ পক্ষপাতিত্বই পরিলক্ষিত হয়। এফআই-এর মাধ্যমে এআইআইবি'র বিনিয়োগ এমন একটি কোম্পানিকে সহায়তা করেছে যেটি শুধুমাত্র গ্যাস, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এআইআইবি'র কোনো বিনিয়োগ নেই।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে এআইআইবি নিজস্ব নীতিমালা ও কৌশলপত্রও তৈরি করছে। জীবাশ্ম জ্বালানির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য এআইআইবি'র এখনই একটি স্বচ্ছ পথনির্দেশ তৈরি করতে হবে। প্যারিস চুক্তির মতো আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার এবং 'সবুজায়ন'-এর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এআইআইবি নীতিমালা ও কার্যক্রমের এক নতুন কক্ষপথ তৈরি করুক – এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সেই আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এ প্রতিবেদনে এআইআইবি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও চর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলাদেশে কার্যক্রম বাস্তবায়নে একগুচ্ছ সুপারিশ যুক্ত করা হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ধারা পরিবর্তন করে কার্বনসাশ্রয়ী ও দরিদ্রবান্ধব ভবিষ্যত নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি, এবং এ ক্ষেত্রে সহায়তা করার ব্যাপক সম্ভাবনা এআইআইবি'র রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেলের মতানুসারে, জলবায়ু-অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আর মাত্র দশ বছর সময় আছে। এআইআইবি কি এই চ্যালেঞ্জ নেয়ার জন্য প্রস্তুত?

সামিট বরিশাল পাওয়ার প্লান্ট । ছবি : ক্লিন

পটভূমি

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র এক মাস পর যখন পৃথিবী জুড়ে এ চুক্তি বাস্তবায়নের কৌশল ও উপায় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে, তারই মধ্যে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (এআইআইবি) আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে[১]। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কতোটা গুরুত্ব দেয়া দরকার তার আলামত প্রতিদিনই বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)'র সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। জাতিসঙ্ঘের এ কমিটি সতর্ক করেছে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫০ সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হলে "সামাজিক জীবনের সব পর্যায়ে জরুরি ভিত্তিতে, দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহৎ মাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে"। এর অর্থ হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে মানবসৃষ্ট কার্বন নির্গমনের হার ২০১০ সালের তুলনায় ৪৫% কমিয়ে আনতে হবে[২]।

শুরু থেকেই এআইআইবি বলে আসছে যে এর মূলমন্ত্র হবে, "ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ ও সবুজ" (লিন, ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন)[৩]। ২০১৭ সালের 'জ্বালানিখাত বিষয়ক কৌশলপত্রেও (ইএসএস) এই মূল্যবোধ সামনে নিয়ে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্যারিস চুক্তি, সকলের জন্য জ্বালানি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর "লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি" পূরণে এআইআইবি সহায়তা করবে[৪]। এর আগে প্যারিস চুক্তি ও এসডিজি অর্জনের জন্য গঠিত বহুপাক্ষিক ব্যাংকগুলোর (এমডিবি) জোটে এআইআইবি যোগদান করে[৫]।

এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষার উচ্চমাত্রার প্রচার সত্ত্বেও এআইআইবি কী উপায়ে বাস্তবিকই 'সবুজায়িত' হবে তা এখনও পরিস্কার নয়। ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ এআইআইবি ৬৩টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার মোট বাজেট ১২ বিলিয়ন ডলার। এই বাজেটের প্রায় ২০% টাকা গিয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে। এর মানে হলো, এআইআইবি'র জ্বালানি খাতের মোট বিনিয়োগের অর্ধেকেরও বেশি গেছে জীবাশ্ম জ্বালানিতে। এর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া ঋণ ধরা হয়নি। অন্যদিকে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ব্যয় করা হয়েছে খুবই সামান্য, যা মোট বিনিয়োগের মাত্র ৭ শতাংশ[৬]।

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে এআইআইবি'র নীতিমালা ও কার্যক্রম যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে 'সবুজায়ন' বিষয়ক দাবিসমূহ পরীক্ষা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে, বিশেষত বাংলাদেশে, ব্যাংকটির বিনিয়োগ পর্যালোচনা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়া বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশগুলোর একটি এবং এআইআইবি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য[৭]। এখন পর্যন্ত একটি প্রকল্প ছাড়া বাংলাদেশে এআইআইবি'র বিনিয়োগকৃত সব প্রকল্পই জ্বালানি খাতে। বাংলাদেশে এআইআইবি'র জ্বালানি প্রকল্পগুলো সম্মিলিতভাবে এআইআইবি'র মোট প্রকল্পের প্রায় ২০% এবং মোট বিনিয়োগের ১১%, কিন্তু একটা প্রকল্পও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নেয়া হয়নি।

এআইআইবি'র বিনিয়োগের খাতসমূহ

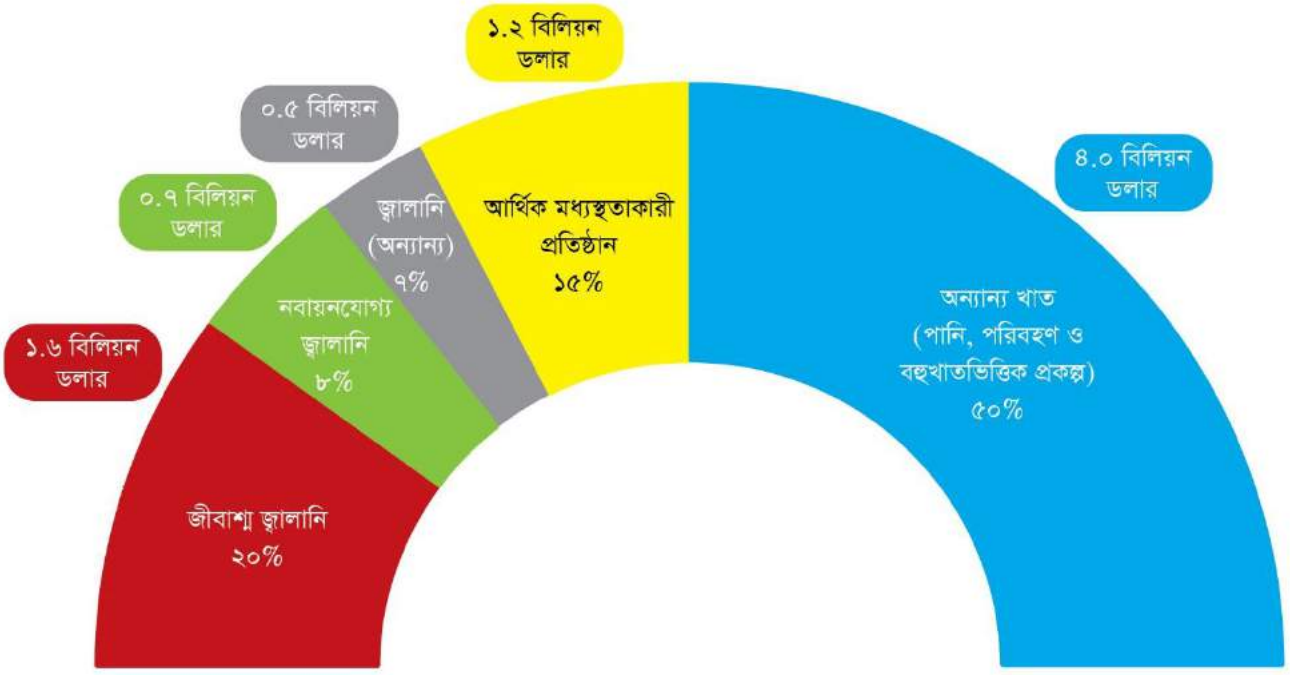

* জ্বালানির ধরন উল্লেখ নেই এমন প্রকল্পগুলো জ্বালানি (অন্যান্য) খাতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যেমন : বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প।

তথ্যসূত্র : এআইআইবি'র অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ, ডিসেম্বর ২০১৯ (https://www.aiib.org/en/projects/approved/index html)

লোভনীয় লক্ষ্য ও চটকদার শূন্যগর্ভ শব্দ ব্যবহার করে
দৃঢ় বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, হাতিয়ার ও শর্তাবলী
নিশ্চিত করা যায় না।

- জার্মানওয়াচ ও অন্যান্য, ২০১৮

এআইআইবি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক লড়াই

প্যারিস চুক্তিতে 'জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে ফলপ্রসূ ও প্রগতিশীল সাড়া দেয়ার' আহ্বান জানানো হয়েছিলো। এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ পৃথিবীর তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লবপূর্ব সময়ের তুলনায় ১.৫০ সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। 'গ্রিনহাউজ গ্যাস কমানো ও জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নের দিকে পদযাত্রা'র জন্য অর্থপ্রবাহও এর অন্তর্ভূক্ত[৮]।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্যারিস চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম পরচালনা এবং সবুজায়নের পক্ষে প্রতিশ্রুতি দিলেও এ প্রতিশ্রুতি কীভাবে এআইআইবি'র নীতিমালা ও কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে তার নজির খুবই সামান্য। জ্বালানিখাত বিষয়ক কৌশলপত্রে (ইসএসএস) নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সদস্য দেশগুলোকে 'কার্বনসাশ্রয়ী জ্বালানির মিশ্রণ' তৈরির দিকে অগ্রসর হবার কথা বলা হয়েছে। আবার একই কৌশলপত্রে ব্যতিক্রম হিশেবে কয়লা ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যদি তা 'কার্বনসাশ্রয়ী' হয় এবং অন্যান্য বায়বীয় শর্ত পূরণ করতে পারে।

এদিক দিয়ে এআইআইবি প্রগতিশীল তো নয়ই বরং অন্যান্য বহুপাক্ষিক ব্যাংকের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। এমনকি বিশ্বব্যাংকও ২০১৩ সাল থেকে কয়লাখাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছে। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাংক ঘোষণা করে যে, ২০২০ সাল থেকে গ্যাস ও তেলখাতেও ঋণ প্রদান করবে না, যদিও এই ঘোষণায় ব্যতিক্রম যোগ করা হয়েছে[৯]। ২০১৮ সালে জার্মানওয়াচ-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এআইআইবি এখনও প্যারিস চুক্তির শর্তাবলী পূরণের জন্য মৌলিক নীতিমালা তৈরি করেনি[১০]।

একইভাবে, জ্বালানিখাত বিষয়ক কৌশলপত্রে এআইআইবি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, "জ্বালানিতে প্রবেশাধিকার বিষয়ক এসডিজি-৭ (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৭ নম্বর লক্ষ্য) অর্জনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করা হবে"। কিন্তু কী উপায়ে বা কী কী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এই সহায়তা করা হবে এবং এসডিজি'র অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করা হবে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য উন্মুক্ত করা হয়নি[১১]।

কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করা হবে এ বিষয়ে এআইআইবি এখন পর্যন্ত কোনো কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি বরং জলবায়ু-ঝুঁকি অবজ্ঞা করেছে মাত্র। অন্যান্য বহুপাক্ষিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় এআইআইবি'র চিত্র এখানে পুরোপুরি বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার কারণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র প্রচুর সমালোচনা[১২] সত্ত্বেও ব্যাংকটি ২০১৭-২০৩০ মেয়াদের জন্য গৃহীত কর্মকাঠামোয় জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে সহযোগিতার জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচি নির্ধারণ করেছে[১৩]।

এটুকু তথ্য থেকেই একটা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্ব ও কর্মসূচি পর্যালোচনার প্রাথমিক দরকারি মাপকাঠি পাওয়া যায়। কাঙ্ক্ষিত গতিমুখের পরিস্কার ব্যাখ্যা, অগ্রাধিকার ও পথযাত্রার অভাবের কারণেই এআইআইবি প্যারিস চুক্তি ও পরবর্তী স্তরে পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করতে পারবে কি না সেটা বোধগম্য নয়

পাশাপাশি, এতে বোঝা যায় যে, প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য বহুপাক্ষিক ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমসহ অন্যান্য উদ্যোগের সাথে যৌথভাবে কর্মসূচি গ্রহণে এআইআইবি'র কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। উল্লেখ্য যে, এআইআইবি বহুপাক্ষিক ব্যাংকসমূহের এই ফোরামের একজন সদস্য যারা ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে[১৪]।

আজ পর্যন্ত এআইআইবি'র অনুমোদিত প্রকল্পগুলোই হতে পারে প্রতিষ্ঠানটির গতিপথ যাচাই করার প্রধান তথ্যসূত্র[১৫]। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এআইআইবি ৬৩টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জ্বালানি খাতের ঋণ। এ প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ব্যাংকটির ভীষণভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। এর মধ্যে এআইআইবি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেয়া ঋণের হারও বাড়িয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান আবার তৃতীয় পক্ষকে উপপ্রকল্প আকারে ঋণের টাকা বিতরণ করেছে। উপপ্রকল্পের ঋণগুলো দেয়া হয়েছে অবকাঠামো ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারি তহবিলে। এর মধ্যে কিছু উপপ্রকল্প সরাসরি জীবাশ্ম জ্বালানি ও কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহারকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করছে[১৬]।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে ঋণ বিতরণ করাও এআইআইবি'র আরেকটি প্রবণতা। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানি খাত উৎসাহিত হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে। এ তিনটি প্রবণতা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো :

প্রাকৃতিক গ্যাস - এক বিপজ্জনক উদ্যোগ

এআইআইবি যেসব জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক প্রতিটি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগই প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উৎসাহ দেয়ার কথা বলা হলেও পরিবেশ ও সামাজিক কৌশলপত্র (ইএসএস)-এ "সদস্য রাষ্ট্রকে টেকসই ও কার্বনসাশ্রয়ী জ্বালানিতে রূপান্তর ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা" অর্জনে সহায়তার যুক্তি দেখিয়ে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইএসএস-এ বলা হয়েছে, "জ্বালানির মিশ্রণ বা বিদ্যুৎখাতে স্বল্প-কার্বন নির্গমনে রূপান্তরকালে এআইআইবি গ্যাস পরিবহণ (মজুদসহ) ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং গ্যাস অপচয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করবে"। "আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংযোগে সহায়তার" মধ্য দিয়ে ইএসএস জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতেও বিনিয়োগ বৈধ করে

দেয়, যা "প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুতের আন্তসীমান্ত বাণিজ্যের' পরিমাণ দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব।

বহুবিধ কারণেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে গ্যাস কার্যকর বিকল্প নয়। কার্বনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেনও নির্গমন করে, আর এ দুটোই অত্যন্ত ক্ষতিকর গ্রিনহাউজ গ্যাস। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পরিবহণের সঙ্গেও কার্বন নির্গমনের প্রশ্ন জড়িত[১৭]। প্রাকৃতিক গ্যাসকে কেন রূপান্তরকালীন জ্বালানি হিশেবে ব্যবহার করা উচিৎ নয় সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থা অয়েল চেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল পাঁচটি কারণ দেখিয়েছে[১৮] :

১. জলবায়ু-লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ শতাব্দির মাঝামাঝি বিদ্যুৎ খাতকে কার্বন-নিরপেক্ষ করতে হবে। তাই জীবাশ্ম গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি নয়, বরং বন্ধ করতে হবে।

২. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুবিদ্যুৎ ও সৌরবিদ্যুৎ এখন কয়লা ও জীবাশ্ম গ্যাসের তুলনায় সস্তা হয়ে গেছে। নতুন নতুন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হলে দুষণকারী কয়লা নয়, বরং নবায়নযোগ্য জ্বালানির সুযোগগুলো বাতিল হয়ে যায়।

৩. বিনিয়োগকারীরা বলেন যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে সহায়তা করার জন্যই জ্বালানি গ্যাস দরকার। এটা সম্পূর্ণ ভুল। সবচেয়ে সস্তা গ্যাস-বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি, যাকে কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইন বলা হয়, সেটি বিরতি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নয়, বরং অবিরাম উৎপাদন করার জন্য তৈরি। সুতরাং এ প্রযুক্তি নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে কোনোভাবেই সহায়তা করে না। প্রায়ই নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্র জাতীয় গ্রিড থেকে দূরে স্থাপন করতে দেয়া হয়, যার ফলে সহায়ক বিদ্যুতাধার বা ব্যাটারি প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং খুব দ্রুতই তা সহজলভ্য হয়ে যাবে।

৪. জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের গ্যাসভিত্তিক অবকাঠামো তৈরি করছে যার মেয়াদ মোটামুটি ৩০ বছর। এর ফলে এ শতাব্দির মাঝামাঝি, ২০৫০ সালে, বিদ্যুৎখাত কার্বন-নিরপেক্ষ করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।

৫. ইতোমধ্যে নির্মিত কয়লা, জ্বালানি তেল ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্গমনই জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নতুন জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক যে কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্রই প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা লঙ্ঘন করবে[১৯]।

গ্যাসের প্রতি এআইআইবি'র পক্ষপাতিত্ব তাদের বিনিয়োগের নথিপত্রেই পরিষ্কার। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি বাংলাদেশে একটি ও মিয়ানমারে (বার্মায়) একটি গ্যাস-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া আজারবাইজানে বিতর্কিত ট্র্যান্স অ্যানাটলিয়ান গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পেও ব্যাংকটির বিনিয়োগ লক্ষ্যণীয়[২০]।

এখন পর্যন্ত জীবাশ্ম গ্যাসের উপর এআইআইবি'র গুরুত্বারোপ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে যৎসামান্য বিনিয়োগ এটাই প্রমাণ করে যে, ব্যাংকটি গ্যাসকে শুধুমাত্র রূপান্তরকালীন জ্বালানি হিশেবে দেখছে না বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী খাত হিশেবে বিবেচনা করে একটি বিপজ্জনক বিচ্যুতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী : জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগের পেছনের দরজা

এআইআইবি'র সরাসরি বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ করলে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি ব্যাংকটির পক্ষপাতিত্বের সামান্য অংশ দেখা যায়। বাস্তব চিত্র পাবার জন্য এআইআইবি'র পরোক্ষ বিনিয়োগ, যেগুলো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী পক্ষের কাছে যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা বা প্রকল্প সম্পর্কে এআইআইবি নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তও তৃতীয় পক্ষের কাছে 'আউটসোর্স' করে দেয়া হয় এবং মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানই উপপ্রকল্প বা উপঋণ-গ্রহীতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং ব্যক্তিপুঁজিকে সহায়তার উদ্দেশ্যে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলো এ কৌশল নিয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিপুঁজির নিকট 'আত্মসমর্পণ'-এর কৌশল নেয়ায় স্থানীয় পরিবেশ সমাজের উপর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি বয়ে আনে[২১]।

২০১৭ সালে এআইআইবি প্রথমবারের মতো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে। দুই বছরের মধ্যে এ বিনিয়োগ ১.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে যা এআইআইবি'র মোট বিনিয়োগের ১২ শতাংশেরও বেশি[২২]। আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট টাকা চলে যাবার পর কোথায় বিনিয়োগ হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না বললেই চলে। এ ধরনের বিনিয়োগের তথ্য উন্মুক্তকরণে এআইআইবি'র নীতি খুবই দুর্বল। আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের উপপ্রকল্প সম্পর্কে এআইআইবি'র ওয়েবসাইটে কোনো তথ্য দেয়া হয় না; আবার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানও তাদের বিনিয়োগ বিষয়ক তথ্য উন্মুক্ত করে না। এআইআইবি'র নীতিমালায় আর্থিক মধ্যস্থতাকারী কোন ধরনের প্রকল্পে অর্থায়ন করতে পারবে না সে সম্পর্কে নির্দেশনা আছে[২৩], কিন্তু উপপ্রকল্পের সব ধরনের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা, বিশেষত প্রকল্প নির্বাচন, অনুমোদন ও পরিবীক্ষণের বিষয়গুলো পুরোপুরি আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতি মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট নীতিমালা, কাঠামো ও সক্ষমতা এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। কোনো প্রকল্পে 'উচ্চমাত্রার ঝুঁকি' থাকলেই কেবলমাত্র এআইআইবি 'সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়ন ও নিরীক্ষণ' করতে পারে, তবে এটা সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়[২৪]।

নাগরিক সমাজের চাপে ২০১৮ সালের গোড়ার দিকে এআইআইবি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো 'সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাবের অনুপাত' অনুসারে 'সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও পরিবেশগত তথ্য'সহ প্রকল্পের তথ্যাবলি উন্মুক্ত করবে[২৫]। আজ পর্যন্ত এআইআইবি মধ্যস্থতাকারীদের দেয়া তহবিলের একটি উপপ্রকল্পের তথ্যও উন্মুক্ত করেনি।

২০১৮ সালে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদেরকে এআইআইবি'র দেয়া তহবিল সম্পর্কিত খবরে সংবাদপত্র সয়লাব হয়ে যায়। তখন জানা গেল যে, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)'র এমার্জিং এশিয়া ফান্ডে এআইআইবি বিনিয়োগ করেছে এবং সেই ফান্ড থেকে মিয়ানমারে টাউং সিমেন্ট কোম্পানিকে উপঋণ দেয়া হয়েছে। টাউং সিমেন্ট কোম্পানি তাদের ব্যবসায় কয়লার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এই ঋণের টাকা ব্যয় করছে[২৬]। প্রকল্পের আওতায় কয়লাচালিত নতুন একটা ভাটাসহ সিমেন্ট প্ল্যান্ট সম্প্রসারণের ফলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যাবে। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় সিমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত খনি থেকে বছরে দ্বিগুণেরও বেশি কয়লা

উত্তোলন করা হবে যা স্থানীয় সংবেদনশীল প্রতিবেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে[২৭]।

শুধুমাত্র এআইআইবি-ই 'পেছনের দরজা দিয়ে' মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে কয়লা বা অন্য ধ্বংসাত্মক প্রকল্পে অর্থায়নকারী বহুপাক্ষিক ব্যাংক নয়। ২০১৬ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় বিশ্বব্যাংক কয়লাখাতে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করার পরও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি, বিশ্বব্যাংকের একটি শাখা যা ব্যক্তিখাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে) চল্লিশটিরও বেশি কয়লা-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সরাসরি ঋণ বিতরণ করেছে[২৮]। আইএফসি এখন খুব দ্রুত পদ্ধতিগত ছিদ্র বন্ধ করার চেষ্টা করছে এবং ২০১৮ সালের শেষদিকে এসে অনেকগুলো ক্ষেত্রে সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। অংশীদারিত্বের সবুজায়ন কৌশল এসব সংস্কারের একটি যার মাধ্যমে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়লায় বিনিয়োগের পরিমাণ শূন্য শতাংশে নেমে আসবে[২৯]। মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি কয়লাখাতের বাইরে আনার জন্য পদক্ষেপ নেয়ার কথাও আইএফসি বিবেচনা করছে। আইএফসি'র অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কয়লাখাত পরিত্যাগের জন্য এআইআইবিকে নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই আহ্বান জানানো হয়েছে[৩০]।

সঞ্চালন ও বিতরণ : অপ্রদর্শিত কার্বন নির্গমন

বিনিয়োগের প্রধান খাত হোক বা প্রকল্পের অংশ, জ্বালানি খাতে এআইআইবি'র বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় হয় সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে। এআইআইবি এখানে অন্যান্য বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংককে অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, জ্বালানি খাতে এডিবি'র মোট বিনিয়োগের অর্ধেক এবং বিশ্বব্যাংকের এক-তৃতীয়াংশই সঞ্চালন ও বিতরণখাতে ব্যয় হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জ্বালানি খাতের প্রভাব, বিশেষত সঞ্চালন ও বিতরণ উপখাতে বিদ্যুতের সিস্টেম লসের প্রভাব নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। জ্বালানি খাতকে প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হলে পরিসঞ্চালন ও বিতরণ উপখাতের নির্গমন অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, এই উপখাতের নির্গমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে[৩১]।

টি ও ডি এর দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে : এমন প্রযুক্তিগুলি যা একটি নির্দিষ্ট ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসকে সমর্থন করে এবং যেখানে বিদ্যুতের উৎসগুলি কম স্পষ্ট হয়[32]। প্রথম বিভাগে নির্গমন নির্ণয়ের অনুমান করা আরও সহজ, যেখানে এগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বা প্রকল্পের একটি নির্ধারিত সীমার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে[33]। জীবাশ্ম জ্বালানীর দ্বারা চালিত প্রজন্মের উৎস থেকে বিদ্যুৎ প্রেরণের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি টিএন্ডডি বিনিয়োগকে প্যারিস চুক্তির সাথে একত্রিত করে বিবেচনা করা যায় না[34]। টি অ্যান্ড ডি সিস্টেমগুলি নিজেরাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন ঝড় বাতাস বা ভারী বন্যার মতো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে[35]।

আজ অবধি এআইআইবির বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে বিতর্কিত ট্রান্স আনাতোলিয়ান প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন (টিএনএপি), ইউরোপকে গ্যাস সরবরাহের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে আজারবাইজান থেকে তুরস্কে প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন তৈরির একটি উচ্চ ঝুঁকির প্রকল্প[36]। এই বছরের জানুয়ারিতে, নাগরিক সমাজের একটি গ্রুপ তানাপের আরও একটি বিনিয়োগকারী ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংককে (ইআইবি) কাছে তার বিনিয়োগ সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত জলবায়ু প্রভাব মূল্যায়নের অভাবকে চ্যালেঞ্জ জানাতে একটি অভিযোগ জমা দিয়েছে। মামলাটি বর্তমানে ইআইবি -এর অভিযোগ প্রক্রিয়া দ্বারা পর্যালোচনা করা হচ্ছে[37]।

এআইআইবি,র পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা : জলবায়ু পরিবর্তন থেকে বাঁচায় কি?

এআইআইবি ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে স্ট্যান্ডার্ড এবং একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক বর্জন তালিকা সহ তার পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) গ্রহণ করেছে। ২০১৭ সালে এটি ইএসএফ বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক নীতি নির্দেশিকা যুক্ত করেছে।

এর ইএসএফ-এ, এআইআইবি প্যারিস চুক্তির অধীনে উভয় দেশের প্রতিশ্রুতি এবং সেই চুক্তিকে সমর্থন করার নিজস্ব দায় স্বীকৃত করেছে। এটি "গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ নিরপেক্ষ এবং জলবায়ু নির্ভরশীল অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, যার মধ্যে নিঃসরণ হ্রাস, জলবায়ু প্রমাণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানীর প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।" পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড-১ এর অধীনে, এমন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলি "প্রতিকূল পরিবেশগত ঝুঁকি এবং প্রভাব বা সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব (বা উভয়)", এআইআইবি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন সহ সম্ভাব্য আন্তঃসীমান্ত এবং বিশ্বব্যাপী প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে হবে"[123]। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পগুলি ডিজাইন এবং প্রয়োগ করা উচিত যাতে তারা প্যারিস চুক্তির সাথে মিল রেখে নির্গমনকে হ্রাস করে। এর মধ্যে এনডিসিগুলির সাথে সাক্ষাত করার প্রচেষ্টা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় বিকল্পগুলির পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তবে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা রয়েছে। এতে বিশদে অভাবের পাশাপাশি পরিষ্কার ও বাধ্যতামূলক প্রয়োগের বিধি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি কোনও জিএইচজি রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তা বা প্রকল্প সম্পর্কিত জিএইচজি নির্গমনের প্রান্তিককরণকে নির্দিষ্ট করে না, যার উপরে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ আইএফসি তার পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড (১২৩) এর অধীনে প্রয়োজন। জ্বালানির। তদুপরি, ইএসএফ কেবলমাত্র এআইআইবির বর্তমান পোর্টফোলিওর একটি সীমিত সংখ্যায় প্রযোজ্য; সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সহ-অর্থায়িত প্রকল্পগুলি বাদ দেওয়া হয়, অনুমোদিত সমস্ত প্রকল্পের অর্ধেকেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে অন্যান্য ফিনান্সারগুলির মানগুলি এআইআইবির পরিবর্তে প্রয়োগ হয়। ইএসএফ ২০২০ সালে পর্যালোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং এটি জোরদার করা এবং লফোলগুলি বন্ধ করা জরুরি যা এআইআইবির কার্বন পদচিহ্নকে অপরিশোধিত এবং সীমাহীন রাখতে দেয়।

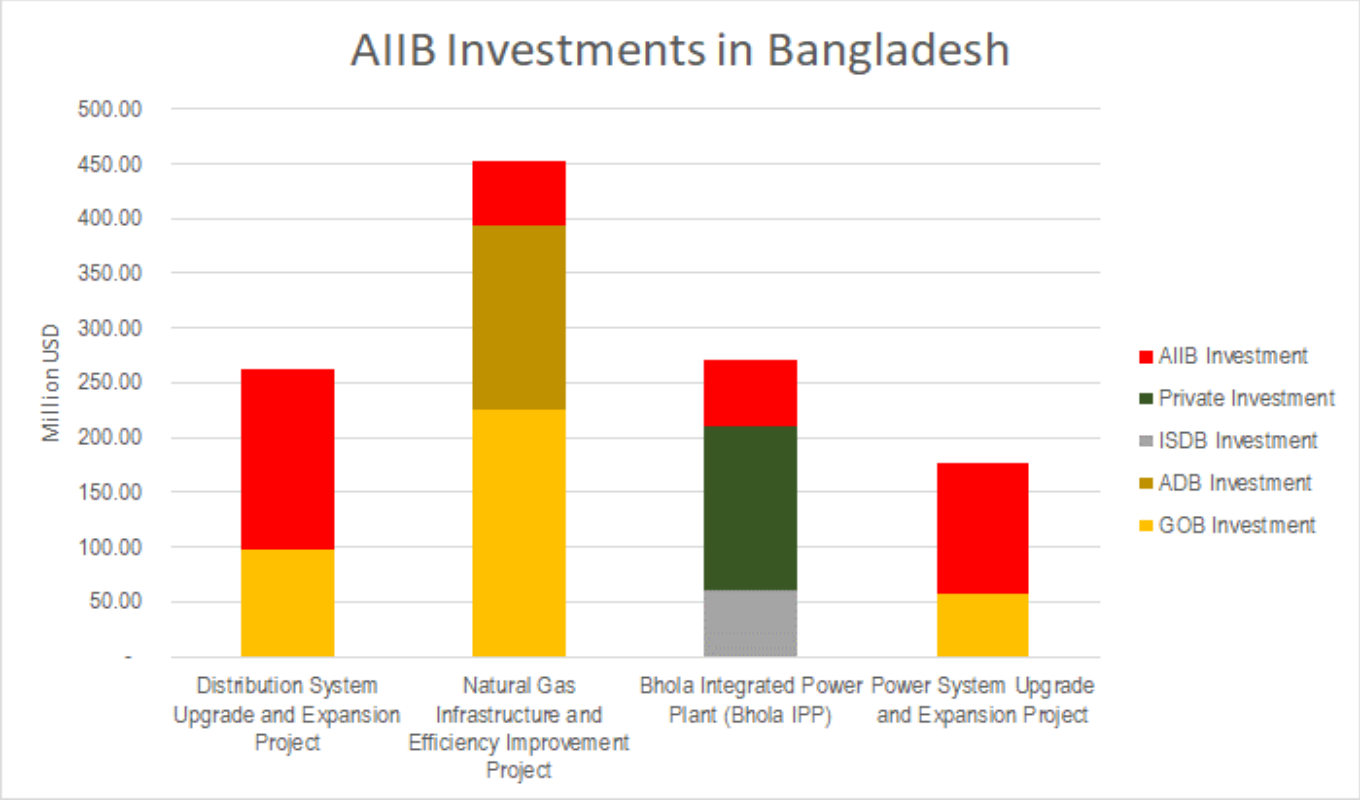

বাংলাদেশে এআইআইবির বিনিয়োগ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ[38]। একটি নিম্ন নদী ব-দ্বীপে অধিকৃত দেশটির বেশিরভাগ অংশ নিম্ন-নিম্ন ও ব্যয়বহুল, এটি বিশেষত সমুদ্রের স্তর, তীব্র ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ক্রমবর্ধমান নদীর বন্যার সাথে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার ইন্টারেক্টিভ প্রভাবগুলির সাথে প্রকাশিত হয়। আইপিসিসি অনুমান করেছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠের এক মিটার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের ১৭.৫% জমি নষ্ট হয়ে যাবে[39]। সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের কারণে উপকূলীয় বাংলাদেশের কয়েক মিলিয়ন মানুষের জন্য নোনা জলের অনুপ্রবেশ ইতিমধ্যে পানীয় জলের উপর প্রভাব ফেলছে। বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে প্রায় ২০ মিলিয়ন বাংলাদেশী ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু অভিবাসী হতে পারে[40]।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের আওতায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্যমাত্রা সীমাবদ্ধ করার আহ্বানসহ জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষত ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলির দ্বারা মোকাবেলা করা চ্যালেঞ্জগুলির বৃহত্তর স্বীকৃতির জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে[41]। ২০০৯ সালে, বাংলাদেশ সরকার একটি জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা চালু করে, এর পরে ২০১৩ সালে একটি জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার অ্যাকশন পরিকল্পনা শুরু করে[42]। ২০৩০ সালের মধ্যে, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক শক্তির অ্যাক্সেস ২০৩০ সালের মধ্যে, শক্তি-দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের উপ-লক্ষ্যমাত্রা সহ। ২০০৮ সালে, দেশটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ২০২০ সালের মধ্যে তার ১০% শক্তি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সরবরাহ করা হবে[43]।

এই প্রশংসনীয় উচ্চাভিলাষের বিপরীতে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের এক লক্ষ্য হ'ল ২০২০ সালের মধ্যে এর জ্বালানির চাহিদা তিনগুণ হয়ে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে এবং সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহকে অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বড় বাধা হিসাবে চিহ্নিত করেছে[44]। বাংলাদেশ তাই জীবাশ্ম জ্বালানী এবং এমনকি কয়লার জন্য উন্মুক্ত দরজা রেখে দিয়েছে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে তার ২০১৬-এর পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান[45]।

আজ অবধি, এআইআইবি বাংলাদেশকে পাঁচটি ঋণ সরবরাহ করেছে, চারটি খাতের মধ্যে ৪০৫ মিলিয়ন ডলারের শক্তি খাতে। বাংলাদেশে এআইআইবির একটি পরিষ্কার পছন্দ ছিল : দরিদ্রদের জন্য টেকসই শক্তি এবং শক্তি অ্যাক্সেসের জন্য সরকারের প্রশংসনীয় অভিযানকে সমর্থন করা; বা যেকোন মূল্যে জ্বালানী চালিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিরোধী অগ্রাধিকার ফিরিয়ে আনুন। প্যারিস চুক্তি এবং এসডিজি - উভয়ের জন্য এআইআইবির প্রতিশ্রুতি দেওয়া, পছন্দটি পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। যাইহোক, শক্তি খাতের বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটিও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সমর্থন করে না এবং একটি প্রকল্পে শক্তি অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত করার পরেও, যারা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের খুব কম বিবেচনা করা হবে বলে মনে হয়। পরিবর্তে, এই তহবিলের ৩০ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানী সমর্থন করে, ভোলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্লান্ট (আইপিপি) সহ, একটি সবুজ ক্ষেত্রের গ্যাস এবং ডিজেল দ্বৈত জ্বালানী বিদ্যুৎকেন্দ্র। বাকী ৭০% টিঅ্যান্ডডিতে বিনিয়োগ করা হয়, এটি কী ধরণের শক্তি সমর্থন করে এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট কিনা তা নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এ ছাড়া, আইআইএবির সমর্থিত এফআইআই আইএফসি ইমার্জিং এশিয়া ফান্ডের (ইএএফ) মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থায়ন পেয়েছে। ইএএফ বাংলাদেশের সামিট পাওয়ার নামে একটি বৃহৎ শক্তি কর্পোরেশনে বিনিয়োগ করেছে, যার পোর্টফোলিওয়ে কেবল গ্যাস এবং ভারী জ্বালানী তেল রয়েছে।

আমরা নীচে তাদের জলবায়ু এবং অন্যান্য সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলির ক্ষেত্রে এই চারটি প্রকল্পের পাশাপাশি এফআইয়ের বিনিয়োগের বিশ্লেষণ করি।

ক্রম	প্রকল্পের নাম	খাত	মোট বাজেট (মিলিয়ন ডলারে)	এআইআইবি বিনিয়োগ (মিলিয়ন ডলারে)
১.	Distribution System Upgrade and Expansion (P#000003)	Energy/Power	২৬২.২৯	১৬৫.০০
২.	Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement (P#000015)	Energy/Gas	৪৫৩.০০	৬০.০০
৩.	Bangladesh Bhola IPP (#000057)	Energy/Power	২৭১.০০	৬০.০০
৪.	Power System Upgrade and Expansion (#000088)	Energy/Power	১৭৬.৬০	১২০.০০
মোট :			১,১৬২.৮৯	৪০৫.০০

জীবাশ্ম জ্বালানী বিনিয়োগ

ভোলা আইপিপি - একটি গ্রিনফিল্ড গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ভোলা বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ, যেখানে মেঘনা নদী দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়। এটি বাংলাদেশের অষ্টম সর্বাধিক বঞ্চিত জেলা, যেখানে জনসংখ্যার ১৬% চরম দারিদ্র্যে বাস করছে এবং অর্ধেকেরও বেশি নিরক্ষর। অঞ্চলটি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়ের তীব্র অভিজ্ঞতা রয়েছে[46]।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে এআইআইবি ভোলা আইপিপিতে ৬০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে, ২২০ মেগাওয়াট গ্রিনফিল্ড দ্বৈত জ্বালানী গ্যাস এবং ডিজেল সম্মিলিত চক্র বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য যা মোট ২৭১ মিলিয়ন ডলার বাজেটের প্রকল্পের অংশ। নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এনবিবিএল) বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে ভোলা দ্বীপে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের সাথে প্লান্টটি সংযুক্ত করার জন্য একটি নতুন ৫ কিলোমিটার পাইপলাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এআইআইবি অনুমান করে যে প্রকল্পটি বাংলাদেশকে তার বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৩০০ গিগাওয়াট/ঘন্টা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম করবে। ২০১৫ সালের শেষদিকে নির্মাণ শুরু হয়েছিল, ২০১৫ সালে চালু হওয়া আরও ২২৫ মেগাওয়াট গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংলগ্ন। ২০২১ সালের প্রথম দিকে এটি কার্যক্রম শুরু করার কথা রয়েছে[47]।

এআইআইবি "সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবগুলির একটি সীমিত সংখ্যক" সহ একটি মাঝারি ঝুঁকি বা বিভাগ বি, প্রকল্প হিসাবে প্রকল্পটি লেবেল করে। এআইআইবি ভোলা আইপিপিতে তার পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) প্রয়োগ করছে, তবে এটিআইআইবির সমস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি নয়[48]। বেশিরভাগ সহ-অর্থায়িত, যার ব্যবহারিক অর্থে এআইআইবির মান প্রয়োগ করা হয়নি এবং আক্রান্ত সম্প্রদায়ের অবশ্যই এআইআইবির নতুন প্রকল্প-প্রভাবিত পিপলস মেকানিজম (পিপিএম) এর পরিবর্তে প্রতিকারের জন্য কো-ফিনান্সিয়ারের অভিযোগ পদ্ধতিতে ফিরে যেতে হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) এর মতে, একবার ভোলার আইপিপি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত থেকে সামগ্রিক বার্ষিক জিএইচজি নির্গমনের কমপক্ষে ২.৫% অবদান রাখবে বলে অনুমান করা হয়[49]।

তাপমাত্রা পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উভয়ই তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে ঘটে, এবং তা সরাসরি বাংলাদেশকে প্রভাবিত করবে, অন্য কোনও দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে বেশি।

-বিশ্বব্যাংক[124]

প্রকল্পের জলবায়ু প্রভাব ছাড়াও, অতিরিক্ত জিএইচজি নিঃসরণ উৎপাদন এবং আগামী কয়েক বছরের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানী বিদ্যুৎ উৎপাদনে লক করা ছাড়াও, প্রকল্পটি এর বিস্তৃত সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলির জন্য আগুনে নেমেছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ খুব খারাপ ছিল না সহ সিএসওরা "মাঝারি ঝুঁকি" ধরে নিয়েও প্রকল্পটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বাস্তবে, অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে ভোলা আইপিপি সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্পের পরিবর্তে বিদ্যমান বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকল্পের ইএসআইএ সূত্রে জানা গেছে যে ১৫ টি পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল, তবে বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনা বিষয়ক কর্মদল (বিডাব্লুজিইডি) ও উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন) এর একটি একটি গবেষণা দল দ্বারা সাক্ষাৎকার নেওয়া কয়েকজনের মধ্যে তারা অংশ নিয়েছিল বা এমন কাউকে জানত যারা ছিল। যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা অনুভব করেছিলেন যে তাদের উদ্বেগকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। সামগ্রিকভাবে, জনগণের স্থানীয় সদস্যরা মনে করেনি যে তারা স্থানীয় বিদ্যুৎ গতিবেগ থেকে উদ্ভূত হওয়ার কারণে প্রকল্পটির বিষয়ে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারে[50]।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এআইআইবি এবং এনবিবিএল এর ওয়েবসাইটগুলিতে প্রকল্পের তথ্য অ্যাক্সেস করা কঠিন কারণ অনেক স্থানীয় মানুষ নিরক্ষর বা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই। গবেষণা দলের মতে, প্রকল্পের ডকুমেন্টেশনগুলির বাংলা ভাষায় অনুবাদগুলি অপঠনযোগ্য এবং ত্রুটিযুক্ত দ্বারা প্রসারিত। চাপের মুখে এনবিবিএল এই দোষ স্বীকার করেছে এবং অনুবাদগুলি সংশোধন করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ[51]। যদিও কিছু অগ্রগতি হয়েছে, ২০১২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বেশ কয়েকটি নথি ত্রুটিযুক্ত ছিল।

জমির মালিকানা আরও বিতর্কিত বিষয়। ইএসআইএ দাবি করেছে যে সাইটের জন্য জমি অধিগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী ছিল, তবে সম্প্রদায়ের সদস্যরা গবেষণা দলকে বলেছিলেন যে তারা নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে তাদের জমিটি মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রি করার জন্য চাপ অনুভব করেছিলেন এবং কেবল পরে শিখেছেন যে কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি বিক্রি করা তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি মূল্য পরিশোধ করে[52]। ২০১৭ অবধি যে কোনও জমি অধিগ্রহণকে "বাধ্যতামূলক" বলে মনে করা হয় তার দ্বিগুণ বাজার মূল্য দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, একটি বাংলাদেশ আইন অনুসারে যে বছর পরিবর্তিত এই ক্ষতিপূরণ হারকে তার মূল্যের তিনগুণ করে দেওয়া হয়েছিল[53, 54]।

স্থানীয় লোকেরা ইএসআইএ-তে তালিকাভুক্ত কিছু ভূমি মালিকদের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল, যে যুক্তি দিয়েছিল যে কিছু নাম অনুপস্থিত ছিল এবং অন্যরা স্বীকৃত ছিল না। কিছু লোক যারা তাদের পশুপাখি চরানোর জন্য সাইটটি ব্যবহার করেছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি[55]। এর মধ্যে অনেক মহিলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা এখন তাদের পশুর জন্য খাদ্য কিনতে বাধ্য। যে সমস্ত মহিলারা স্নান করতে এবং বাসন ধোয়া করতে এলাকায় আসতেন তাদের এখন জল সংগ্রহের জন্য এক কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে।

ভোলা আইপিপি। ছবি : ক্লিন

আমাদের অধ্যয়নের সময় আমরা এমন একক ব্যক্তিকে পাইনি, যিনি যথাযথ ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। বরং তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের বলেছিল যে তারা জমি বিক্রি করতে আগ্রহী নয়, কারণ এটি জীবিকা নির্বাহের তাদের উপায়

- হাসান মেহেদী, ক্লিন

স্থানীয় মানুষ ইতিমধ্যে সংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শব্দদূষণে ভুগছে এবং উদ্বেগ রয়েছে যে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কার্যকর হওয়ার পরে তাদের পুরোপুরি সরে যেতে হতে পারে। ইতিমধ্যে, গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের শব্দটি অনুমতিপ্রাপ্ত স্তরের থেকে অনেক উপরে এবং অবৈধভাবে - রাতে অব্যাহত রয়েছে। সাক্ষাৎকারকারীদের মতে, স্থানীয় মাত্র ৫% লোক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে[56]।

স্থানীয় লোকজন জানান, এ নির্মাণের ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিডব্লিউজিইড এবং ক্লিনের মতে, ইএসআইএ এই অঞ্চলে গাছপালা, পাখি এবং সরীসৃপের মতো প্রজাতির সংখ্যাকে অবমূল্যায়ন করেছে, এমন কয়েকটি গাছও বিরল। এআইআইবি ইএসএফের অধীনে "জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সংরক্ষণ এবং জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রচার" প্রতিশ্রুতিবদ্ধ[57]। তা সত্ত্বেও, স্থানীয় লোকেরা বলছেন, কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ১২ প্রজাতির থেকে প্রকল্পের অঞ্চলে দুটি বা তিনটির বেশি মাছের প্রজাতি অবশিষ্ট নেই। প্রকল্পের প্রকৌশলীরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য তেল এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে জাহাজ পরিবেশন করার জন্য একটি নতুন জেটি তৈরি করেছেন এবং এটি কার্যকর হওয়ার পরে প্রকল্পটি নদীর তীরে গরম জল সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, উভয়ই ফিশ স্টকে আরও হ্রাস পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে[58]। এআইআইবির মতে, মৎস্য বিষয়ক নিয়ে দুই বছরের গবেষণা চলছে[59]।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হ'ল একটি জোয়ারের খালের প্রকল্পের প্রভাব যা সাইটের পাশ দিয়ে চলেছে। নির্মাণকাজের সময় এনবিবিএল খালের উত্তর তীরে বালির বস্তা রাখে, যা থেকে চুইয়ে বালি পড়তে থাকে। ফলস্বরূপ পলিমাটি খালটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। খালের গভীরতা তিন মিটার থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় এক মিটারের বেশি নয়। এর অর্থ এটি উচ্চ জোয়ারের সময় পানি আর ধরে রাখতে পারে না, যা দিনে দুবার ঘটে, বা বন্যার সময় খালটি উপচে পড়ে, প্রায় ১০০ পরিবার এবং ৪০০টি পানের ফার্মগুলিকে প্রভাবিত করে। স্থানীয় মহিলারা বিশেষত ক্ষতিগ্রস্থ হন। তারা উঠোনে শাকসব্জী এবং পিছনের মুরগি চাষ করত যা বন্যার কারণে এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বন্যার ফলে এগুলি টয়লেটগুলি ব্যবহার থেকে বিরত থাকে যা সাধারণত বাড়িগুলি থেকে কমপক্ষে ৫০ মিটার দূরে থাকে।

এআইআইবি এখনও পর্যন্ত ভোলা আইপিপি সম্পর্কিত বিডাব্লুডিজিইডি এবং ক্লিনের সাথে বৈঠকের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং ভূমি নিরীক্ষণের পর্যালোচনা সমর্থনসহ কিছু ফলোআপ করেছে। এআইআইবির মতে, পর্যালোচনা স্বীকার করে যে জমির মালিকরা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যে এই ব্যালেন্স দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দুর্বল জমি বিক্রেতা হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হবে[60]। এছাড়াও, এনবিবিএল স্বীকার করেছে যে ইএসআইএ এবং পরামর্শ প্রক্রিয়া উভয়ই ত্রুটিযুক্ত ছিল। এনবিবিএল নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং কিছু প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে, তবে অগ্রগতি ধীর গতিতে রয়েছে। এনবিবিএল ২০১৯ সালের বর্ষার আগে খালটি পুনরায় খনন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে আজ পর্যন্ত এটি ঘটেনি[61]।

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল

আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং সংস্থা সিঙ্গাপুরে অন্তর্ভুক্ত তবে সিমিট গ্রুপের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে - দেশের বৃহত্তম আইপিপি[62] [63]। সামিট বাংলাদেশের ১৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিক এবং পরিচালনা করে, এগুলি সমস্ত প্রাকৃতিক গ্যাস বা ভারী জ্বালানী তেল দিয়ে চালিত হয়। এটির বর্তমান ক্রিয়াকলাপগুলিতে বা পাইপলাইনে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্প নেই[64]।

আইএফআইটি আইএফসি উদীয়মান এশিয়া তহবিল (ইএএফ) নামে একটি এফআইতে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে অনুমোদিত ১৫০ মিলিয়ন ডলার ইক্যুইটি বিনিয়োগের মাধ্যমে সামিটের সাথে যুক্ত ছিল। আইএফসির অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ২০১৪ সালে ইএএফ স্থাপন করেছিল, যা তৃতীয় পক্ষের তহবিলকে পরিচালনা এবং পরিচালনা করে, মূলত বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আইএফসির পাশাপাশি বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। ইএএফ এশিয়ার উদীয়মান বাজারগুলিতে সমস্ত খাতে বিনিয়োগ করে[65]। এআইআইবি বিনিয়োগ করার সময় সামিট ইতিমধ্যে ইএএফের পোর্টফোলিওতে ছিল। ইএএফ ২০১৬ সালের আগস্টে সামিটে ৩৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগ করেছিল, ইএএফকে সামিটের বোর্ডে একটি আসন দিয়েছে[66]।

একটি যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আইএফসি, ইএএফ এবং তৃতীয় বিনিয়োগকারী, ইএমএ পাওয়ার জানিয়েছে যে শীর্ষ সম্মেলনে ১৭৫.৫ মিলিয়ন ডলারের যৌথ বিনিয়োগ "দেশের সবুজ ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্ল্যান্টকে সহায়তা করবে ... দেশের জ্বালানি শক্তির ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করবে"[67]। আইএফসি ইতিমধ্যে সামিটের সাথে একটি সম্পর্ক রেখেছিল, ১৯৯৯ সালে খুলনা গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অর্থায়ন করে এবং তারপরে ২০১৫ সালে বিবিয়ানা-২ গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগ করে[68]। ২০১৮ সালে এটি মেঘনাঘাট দ্বিতীয় গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগ করেছিল। ইএমএ পাওয়ার হ'ল দালিম এনার্জি এবং ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড-২ এর মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ[69], উচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে এমন অঞ্চলে

আইপিপি প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্র করে একটি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত[70]।

এআইআইবি তার ওয়েবসাইটে এফআই সাবপ্রজেক্টগুলিতে তথ্য প্রকাশ করে না এবং ইএএফ কেবলমাত্র যে সংস্থাগুলি সমর্থন করে তাদের ওয়েবসাইটগুলিতে একটি লিঙ্ক সরবরাহ করে। আইএফসির বিনিয়োগের অংশ সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, তবে, আইএফসির ওয়েবসাইটে এবং এটি এআইএবির ইআইএফ-র বিনিয়োগকে কী সমর্থন করেছিল তার চিত্র দেয়। আইএফসি জানিয়েছে যে তারা "বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ইক্যুইটি তহবিলের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে" সামিট গ্রুপকে সমর্থন করতে চায়। সামিট ও ইএএফের সম্পর্ক সম্পর্কে প্রচারমূলক ভিডিওতে এটি পুনরুত্থিত হয়েছে, উল্লেখ করে যে সামিটের সামগ্রিক বিনিয়োগ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বৃহত্তম বেসরকারী ইক্যুইটি বিনিয়োগ ছিল[71]। যদিও আইএফসি দাবি করেছে যে নির্দিষ্ট অর্থের জন্য অর্থায়ন করা হয়নি, এটি নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে বোঝায় যে সামিট ৭১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার উদ্যোগ নিয়েছে। আইএফসি-র প্রকাশিত তথ্যগুলিতে ঠিক কোন কোন বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য বিপরীত, তবে পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা সংক্ষিপ্তসার (ইএসআরএস) অনুসারে বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জে দুটি ভারী জ্বালানী তেল (এইচএফও) উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে দুটি, মেঘনাঘাটে একটি দ্বৈত জ্বালানী কেন্দ্র এবং আনোয়ারা চট্টগ্রামে একটি গ্যাস প্ল্যান্ট[72]। অন্য কথায়, উচ্চ জিএইচজি-নির্গমনকারী জীবাশ্ম জ্বালানী শক্তি উৎপাদন।

আইএফসি হ'ল লিড ফিনান্সিয়ার, যার অর্থ সাবপ্রজেক্টগুলি এআইআইবির ইএসএফের পরিবর্তে আইএফসির পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ডগুলি মেনে চলতে হবে[73]। সামিটে আইএফসি'র বিনিয়োগকে উচ্চ-ঝুঁকি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। আইএফসি চিহ্নিত কয়েকটি সম্ভাব্য সমস্যা হ'ল জমি অধিগ্রহণ, বায়ু এবং পানির গুণগতমানের উপর প্রভাব এবং প্রকল্পগুলির ভৌগলিক বিস্তার, যেমন গ্যাসের পাইপলাইন এবং সংক্রমণ লাইনের মতো সম্পর্কিত সুবিধা[74]। আইএফসি পাইপলাইনে তালিকাভুক্ত স্বতন্ত্র বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর একটি বিস্তৃত মূল্যায়ন করেনি, পরিবর্তে পরিবেশ ও সামাজিক ডিলি অধ্যবসায় (ইএসডি) কমিশনের আইএফসির পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি, অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টেশনগুলির পর্যালোচনা, স্থান নির্বাচনের সাক্ষাৎকার এবং সাইট ভিজিটের সাথে মিলিত হয়েছে । নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে জিএইচজি নির্গমন সম্পর্কিত কোনও তথ্য নেই। কেবলমাত্র উপলভ্য তথ্য মেঘনাঘাট-২ গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত, যা ২০১৮ সালে একটি পৃথক আইএফসি ঋণ পেয়েছে। এই নথি থেকে অনুমান করা হয়েছে যে বিদ্যুৎ খাত থেকে বাংলাদেশের মোট জিএইচজি নিঃসরণের ৩.৩% থেকে ৬.৩% এর মধ্যে এই প্লান্ট অবদান রাখবে[75]।

সামিটে আইএফসি'র বিনিয়োগের সাথে জড়িত উচ্চ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে সামিটের কার্বন নিবিড় ব্যবসায়িক মডেলের সাথে মিলিত হয়ে, এআইএবির বিনিয়োগের পূর্বে এআইআইবি'র শীর্ষ পর্যায়ের পর্যালোচনা করা বুদ্ধিমানের ছিল - এর ঠিক এক বছর পর অনুমোদিত ইএএফ সামিটে বিনিয়োগ করেছিল, এটি ইএএফকে সামিটের বোর্ডে একটি আসনও দিয়েছে। তবে, এআইআইবি কর্তৃক এফআইগুলিতে দেওয়া সীমিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এ জাতীয় যথাযথ অধ্যবসায় হয়েছে কিনা, প্রকল্পটি কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এটিআইআইবির `সবুজ' দৃষ্টিভঙ্গিতে কীভাবে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায় তা স্পষ্ট নয়। আইএফসির ডকুমেন্টেশনে সামিটের অন্যতম বিদ্যুৎ কেন্দ্র বরিশাল বিদ্যুৎকেন্দ্র (বাক্স দেখুন) সম্পর্কিত গবেষণা, এমন কিছু উদ্বেগজনক উদ্ঘাটিত প্রকাশ করেছে যা আইএফসির, ইএএফ'র এবং সামিটের পোর্টফোলিওটিতে এআইআইবির যথাযথ অধ্যবসায় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

২০১৯ সালের অক্টোবরে, ইএএফ নিশ্চিত করেছে যে এটি সামিটে তার বিনিয়োগ বিক্রি করেছে[76]।

আমরা সব হারিয়েছি!
আমাদের জমি, ঘর, মাছ এবং নদী।
কিন্তু আমরা কী পেলাম?
রোগ, ধোঁয়া, শব্দ এবং কম্পন
এখন আর কি? হ্যাঁ, আমাদের শক্তি দরকার।
তবে এটা কি আমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান?
- বরিশালের একজন ভুক্তভোগী

সামিট বরিশাল পাওয়ার প্লান্ট

আইএফসির বিনিয়োগের তথ্যে সামিটের নির্মাণাধীন হিসাবে চিহ্নিত একটি প্রকল্প বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বরিশালে অবস্থিত। ১২০ মেগাওয়াট এইচএফও প্লান্টটি ২০১৬ সালের এপ্রিলে শুরু হয়েছিল[77]। আইএফসির মতে, বরিশাল সামিটে ২০১৬ সালের বিনিয়োগের জন্য যথাযথ অধ্যবসায়ের অংশ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তবে আসন্ন হিসাবে বরিশাল প্লান্ট উল্লেখ করার পাশাপাশি অনলাইনে পাওয়া প্রতিবেদনের কোনওটিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। প্রকল্পের ইএসআইএ একটি পৃথক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উপলব্ধ এবং ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অপারেশন শুরু হওয়ার মাত্র দুই মাস আগে[78]। এই সময়সীমার পরে নির্ধারণের আগে নির্ধারণের বিষয়টি কীভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। এটিও স্পষ্ট নয় যে এআইআইবি, ইএএফ-তে বিনিয়োগের যথাযথ অধ্যবসায়ের অংশ হিসাবে বরিশালের ইএসআইএ পর্যালোচনা করেছে যেহেতু এটি কোনও ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যে কোনও ডকুমেন্টেশন প্রকাশ করেনি।

ইএসআইএ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে "এলাকায় প্রকল্প সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক ধারণা ছিল না"[79], তবে ২০১৮ সালের মে মাসে প্রকল্পের সাইটটি পরিদর্শন করা একটি গবেষণা দলের মতে কিছু সম্প্রদায়ের সদস্য যারা পরামর্শে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মনে হয়েছিল যে তাদের সমস্যাগুলি শোনেনি।[80] এছাড়াও, ইএসআইএর দাবির বিপরীতে যে "প্রকল্পের জমিটি ইচ্ছুক বিক্রেতাদের কাছ থেকে কিনেছিল", সম্প্রদায়ের সদস্যদের মতে জমি দখল সম্পর্কিত কোম্পানির বিরুদ্ধে পাঁচটি আদালত মামলা চলছে। ভোলা আইপিপির মতোই, জমির মালিকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রভাবশালী মধ্যবিত্তরা তাদের জমি সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল, যা তখন সরকারের কাছে বিক্রি হয়েছিল আরও বেশি দামে। আবার জমির মালিকদের তালিকায় এমন নামও ছিল যা স্থানীয় লোকজন তাদের স্বীকৃতি দেয়নি এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে তারা আসল নয়।

আইএফসি অনুসারে, পরিবেশ অধিদফতর পরিচালিত শব্দ নিরীক্ষণ নির্দেশিকাগুলির মধ্যে স্তরগুলির প্রতিবেদন করে[81]। তবে, যে সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকার করা হয়েছিল তারা উদ্ভিদ থেকে শব্দ দূষণকে তীব্র বলে মনে করেছিল বিশেষত সন্ধ্যায় যখন সাতটি জেনারেটরের মধ্যে পাঁচটি চলমান থাকে তখন এটি চার কিলোমিটার দূরের ঘরগুলিকে প্রভাবিত করে, কম্পনগুলির কারণে ফাটল দেখা দেয়। স্থানীয় লোকেরা বলছেন যে তারা তীব্র চাপের মধ্যে রয়েছে। ইএসআইএর সুপারিশ অনুসারে শব্দ এবং কম্পনকে প্রশমিত করার ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ইএসআইএ দাবি করেছে যে বায়ুর গুণগতমানের উপর প্রভাবটি উল্লেখযোগ্য হবে না[82], তবে এটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের অভিজ্ঞতার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ। গাছ থেকে ধোঁয়াশা বিশেষত বর্ষা মৌসুমে তীব্র হয় যখন কণাগুলি একত্রিত হয় এবং ঝরে পড়ে, ছাদগুলির ক্ষতি করে এবং উদ্ভিজ্জ উদ্যানগুলি সাধারণত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইএসআইএ বার্ষিক জিএইচজি নিরীক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে, "নির্গমন হ্রাস বা অফসেট করার সম্ভাব্য ব্যবস্থা" সহ তবে কোন বেসলাইন বা পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নেই[83]।

কীর্তনকোলা নদী যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পেরিয়ে গেছে তাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষ নদীটি মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করেন তবে কেউ কেউ বলেছিলেন যে এই ক্যাচটি সম্প্রতি অর্ধেক হয়ে গেছে। অনেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রকে দোষারোপ করে বলেন যে তেলের ট্যাঙ্কারসহ নদীর অতিরিক্ত ব্যবহার মৎস্য জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করছে। স্থানীয় লোকজনের মতে সংস্থাটি মাসে কমপক্ষে একবার নদীর সাথে সংযুক্ত প্ল্যান্টের পাশের একটি খালে পোড়া জ্বালানী নিষ্পত্তি করছে। এটি ঘটলে খালটি কালো হয়ে যায় এবং মাছ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণী মারা যায়। তারা চিন্তিত যে খালটি শীঘ্রই নির্জীব হবে। প্রকল্পের যেটি এখন চলছে তার মধ্যে দিয়ে চালানো আরও দুটি খাল বালির সাথে ভরাট হয়েছে (নীচের ছবিগুলি দেখুন) - যদিও ২০১৩ সালের জল সংরক্ষণ আইন এবং ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুসারে বাংলাদেশের জল কোর্সে কোনও বাধা সৃষ্টি করা বা পরিবর্তন করা অবৈধ[84]।

২০০৯, ২০১৩, ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে নেওয়া সামিট বরিশাল প্রকল্প সাইটের গুগল এরিয়াল ছবিগুলি প্রকাশ করে যে খালগুলি স্পষ্টতই এই বিদ্যুৎকেন্দ্র অতিক্রম করে গেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস অবকাঠামো এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭ সালের মার্চ মাসে, এআইআইবি প্রাকৃতিক গ্যাস অবকাঠামো এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৬০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে। এই উচ্চ ঝুঁকি বা 'ক্যাটাগরি এ' প্রকল্পটি বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র, পূর্ব বাংলাদেশের তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস উৎপাদন দক্ষতায় উন্নতি করতে এবং পূর্ববর্তী চট্টগ্রাম ও বখরাবাদের মধ্যে ১৮১ কিলোমিটার পাইপলাইন তৈরির লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম অংশটি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস সংস্থা (বিজিএফসি) এবং দ্বিতীয় ভাগ বাংলাদেশ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) দ্বারা বাস্তবায়িত হবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে এটি শেষ হবে। এআইআইবি জিএইচজির পরিসংখ্যান সরবরাহ করে না নির্গমন, তবে, এডিবি'র অনুমান যে বছরে ৭০০,০০০ টন কার্বন নির্গমন হবে[85]।

এডিবি হ'ল সামগ্রিক ৪৫৩ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের শীর্ষস্থানীয় অর্থদাতা, তাই এআইআইবি তার নিজস্ব পরিবর্তে এডিবি'র সুরক্ষার প্রয়োগটি বেছে নিয়েছে[86]। পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তবে বর্তমান তথ্য থেকে জানা যায় যে জমির উপর প্রভাবের কারণে ১৮৩২টি পরিবার (৫,৬৯৩ ব্যক্তি) ক্ষতিগ্রস্থ হবেন[87]। কৃষকরা বিশেষত ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তবে এআইআইবি দাবি করেছে যে এটি অস্থায়ী হবে কারণ পাইপলাইন ভূগর্ভস্থ হবে এবং জমি চাষের জন্য পুনরুদ্ধার করা হবে[88]। প্রতিকারের অ্যাক্সেস একটি সমস্যা, যেহেতু প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে কোনওরাই ক্ষতিগ্রস্থ হন, প্রতিকারের জন্য তাদের এডিবির অভিযোগ পদ্ধতিতে যেতে হবে তবে এটি এআইআইবি'র পিপিএমের কাছে যেতে পারবেন না কারণ এটি সহকারীদের বাদ দিয়েছে।

অন্যান্য সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প : জীবাশ্ম জ্বালানির সঙ্গে যুক্ত?

দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। চট্টগ্রাম অঞ্চলটি একটি শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র, যা দেশের প্রায় ৪০% শিল্প উৎপাদন এবং ৮০% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবদান রাখে। এটি প্রস্তাবিত বা নির্মাণাধীন ১৩টি নতুন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ অসংখ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ উপকূলীয় প্রান্তের অংশ গঠন করে।

এআইআইবি ২০১৮ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়ার সিস্টেম আপগ্রেড ও প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ১৭৬.৬০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের ১২০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকারের পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এই ব্যালেন্স অবদান রাখছে[89]। প্রকল্পটির লক্ষ্য, শহরতলির আশেপাশে, সংশ্লিষ্ট সাবস্টেশন এবং লাইন বে দিয়ে ৪৬ কিলোমিটারেরও বেশি ডাবল-সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বিদ্যুতের চাপ বাড়িয়ে ১,৪০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৯ এ শুরু হয়েছে এবং ২০২২ সালে শেষ হবে[90]। এআইআইবি প্রকল্পটি বিভাগ বি (মাঝারি ঝুঁকি) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে এবং এটি ইএসএফ এবং পিপিএম সহ সমস্ত নীতি এবং নিয়মগুলির অধীন করেছে। এর অর্থ এই যে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলি অভিযোগ এবং প্রতিকারের জন্য এআইআইবির কাছে যেতে পারে।

এটিআইআইবির বিতর্কিত নতুন "জবাবদিহি ফ্রেমওয়ার্ক" (এএফ) এর অধীনে অনুমোদিত প্রথম প্রকল্প যা জানুয়ারী ২০১৯ এ কার্যকর হয়েছে। এটি বোর্ডের পরিবর্তে সভাপতিকে কোনও প্রকল্প অনুমোদনের অনুমতি দেয়। কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য, উদাহরণস্বরূপ, বিনিয়োগ যদি এআইআইবির জন্য `প্রথম' হয় - যেমন কোনও দেশ বা সেক্টরের প্রথম - যদি এআইআইবির কোনও সংশ্লিষ্ট খাতের কৌশল না থাকে এবং যদি এর আকার নির্দিষ্ট চৌম্বকের উপরে থাকে। বোর্ডের কোনও সদস্য যদি প্রকল্পটির নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থাপিত হয় তবে বোর্ড অনুমোদনের জন্য ফোন করতে পারে। এএফটি প্রথম যখন এপ্রিল ২০১৯ এ প্রস্তাব করা হয়েছিল তখন এটি সিএসও-র কাছ থেকে ব্যাপক সমালোচনা পেয়েছিল যারা আশঙ্কা করেছিল যে এটি যথাযথ অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির পাশ দিয়ে পদক্ষেপের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ক্ষুণ্ণ করবে।

নতুন ট্রান্সমিশন লাইনে চ্যাটগ্রাম রিংয়ের তিনটি অংশ, কিছু ওভার-গ্রাউন্ড এবং কিছু অংশ নীচে রয়েছে। উপকূলের পশ্চিমে আনন্দবাজারে, এবং আংটির মাঝখানে খুলশীতে এবং পূর্ব অংশের মদুনাঘাট সাবস্টেশনটিতে দুটি উপসাগর সম্প্রসারণ করা হবে নতুন সাবস্টেশন[91]। এআইআইবি বলছে যে মূল বাধাগুলি অস্থায়ী এবং কেবল নির্মাণের পর্যায়ে থাকবে, মূলত দোকানদার এবং কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্থ করবে[92]। ক্ষতিপূরণের মৌলিক নীতিগুলির রূপরেখা হিসাবে একটি পুনর্বাসনের কাঠামো পাওয়া যায় এবং এটি পুনর্বাসনের পরিকল্পনার মধ্যে বিকশিত হবে[93]।

এআইআইবি বলছে যে প্রকল্পটি ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের বাংলাদেশের লক্ষ্যকে উৎসাহিত করবে। তবে, উপলব্ধ ডকুমেন্টেশনগুলি এবং কীভাবে দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপকৃত হবে তা স্পষ্ট করে না। পরিবর্তে, এআইআইবি কোনও গ্রাহক (শিল্প, বাণিজ্যিক বা আবাসিক) সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রকল্পের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধাগুলিকে ভিত্তি করে। আবাসিক গ্রাহকরা অন্যান্য ধরণের গ্রাহকদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি না দিয়ে সর্বোচ্চ ব্যবহারের স্তর হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এটি একটি দৃঢ় ইঙ্গিত দেয় যে প্রকল্পটি দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য যত্ন নিতে চায় না[94]।

ইএসআইএ নির্মাণ এবং কার্যকরী পর্যায়ে প্রত্যাশিত জিএইচজি নির্গমন তালিকাভুক্ত করে তবে বিতরণ করা হবে এমন ধরণের পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেই। আনোয়ারা থেকে আনন্দবাজার - এবং আনোয়ারাতে সম্পর্কিত সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য বিদ্যুতের উৎস সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান[95]। ইএসআইএ অনুসারে, এই সাবস্টেশনটি একটি অঘোষিত আগত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হবে। আনোয়ারার পাইপলাইনে উদ্ভিদের উপর প্রকাশ্যে পাওয়া তথ্যের মধ্যে বিলম্বিত ৩০০ মেগাওয়াট এইচএফও প্ল্যান্ট এবং একটি সদ্য অনুমোদিত ৫৯০ মেগাওয়াট সম্মিলিত চক্র গ্যাস উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে[96]। সামিট পাওয়ার সম্পর্কিত আইএফসির তথ্য (উপরে দেখুন) আনোয়ারাতে আগত বিদ্যুৎকেন্দ্রের তালিকাবদ্ধ করে, তবে এটি ওয়েবসাইটটিতে কোম্পানির বর্তমান পাইপলাইনে অন্তর্ভুক্ত নেই[97]। হাটহাজারী ও রামপুরের মধ্যে ট্রান্সমিশন লাইনটি সম্ভবত হাটহাজারীতে অবস্থিত একটি ১০০ মেগাওয়াট এইচএফও প্ল্যান্টের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এই প্ল্যান্টটি ২০১২ সালের এপ্রিলে খবরে উঠেছিল যখন সেখানে যাওয়ার একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছিল এবং ৭৫৫ টন জ্বালানী তেল বহনকারী তিনটি গাড়ি খালে পড়েছিল। কার্পের জন্য দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে তেল পৌঁছাতে আটকাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল[98]।

সাবস্টেশন ও খুলশীর মধ্যে একটি নতুন ট্রান্সমিশন লাইন সহ প্রকল্পের মাধ্যমে মাদুনাঘাট সাবস্টেশনটি আপগ্রেড করা হবে। এই অঞ্চলের মানচিত্র থেকে বিচার করলে মনে হচ্ছে সাবস্টেশনটি সরাসরি একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত নয়, তবে, পিজিসিবির দেশব্যাপী পরিকল্পনা অনুসারে, এটি একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থায়নে মদুনাঘাটেও একটি নতুন সাবস্টেশনের সাথে যুক্ত হবে। এই নতুন সাবস্টেশনটির মূল লক্ষ্যগুলির একটি হ'ল মাতারবাড়িতে প্রস্তাবিত নতুন ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মহেশকালীর আরেকটি প্রস্তাবিত ১,৩০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ আরও দক্ষিণে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করা[99]।

বিতরণ সিস্টেম আপগ্রেড এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প - বিদ্যুতে প্রবেশাধিকার তবে সবার জন্য নয়

২০১৬ সালের জুনে, এআইআইবি "বন্টন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে বিদ্যুত গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য" বন্টন সিস্টেম আপগ্রেড এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ১৬৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে[100]। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এবং ঢাকা বৈদ্যুতিক সরবরাহ সংস্থা লিমিটেডের বিভাগ বি প্রকল্পটি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত।

প্রথম উপাদানটি প্রায় ৬৫ হাজার ছোট লো-ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার, ৭৫ হাজার কিলোমিটার সার্ভিস ড্রপ এবং আরইবির অধীনে ৭৭টি গ্রামীণ গ্রামীণ বিদ্যুৎ সমবায়কে ২.৫ মিলিয়ন বিদ্যুৎ মিটার স্থাপনে সমর্থন করেছে। লক্ষ্য ছিল ১২.৫ মিলিয়ন গ্রামীণ গ্রাহকদের ২.৫ মিলিয়ন নতুন পরিষেবা সংযোগ সরবরাহ করা। এআইআইবি জানিয়েছে যে জুন ২০১৮ সালের মধ্যে সমস্ত পরিষেবা সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল[101]। ঢাকা অঞ্চলের বাসিন্দাদের দাবি সহ নতুন মিটার বিদ্যুতের ইউনিট দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে বলে বিদ্যুৎ মিটার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্প্রতি বাংলাদেশের খবরে এসেছে[102]।

দ্বিতীয় উপাদানটির অধীনে দুটি গ্রিড সাবস্টেশন আপগ্রেড করা হবে এবং ৮৫ কিমি ওভারহেড বিতরণ লাইন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ভূগর্ভস্থ কেবলগুলিতে রূপান্তরিত হবে এবং বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলির মধ্যে একটি[103] [104]। নির্মাণকাজের কারণে ৫ হাজারেরও বেশি হকার একটি অঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু অঞ্চলটি পরিবেশ ও সামাজিক পর্যালোচনায় তালিকাভুক্ত না হওয়ায় তারা কখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। অ্যাক্সেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের ২০১৭ সালের পর্যালোচনা অনুসারে, এআইআইবি "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব এবং সুবিধাগুলি বিবেচনা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে"। পর্যালোচনাটি উচ্চ ভোল্টেজ পাওয়ার লাইনের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্যের উদ্বেগগুলি উত্থাপন করেছিল[105], পাশাপাশি সাধারণ তথ্যের অভাব, যার অর্থ সম্প্রদায়ের সদস্যরা এআইআইবির সম্পৃক্ততা সহ বেসিক প্রকল্পের বিবরণ সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন। ঢাকাকে একটি উচ্চ বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত[106] এবং প্রায় প্রতি বছর ডুবে থাকে এবং এই প্রকল্পটি শহরের সর্বনিম্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এর অর্থ হ'ল বন্যার সময় তারের থেকে যে কোনও বিদ্যুতের ফাঁস হওয়া মানুষের জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি তৈরি করে।

প্রকল্পের ডকুমেন্টেশনে এআইআইবি ২০২০ সালের মধ্যে সকলকে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য নির্দেশ করে, গ্রামীণ মানুষের সাথে সংযোগগুলি এমন অঞ্চলে ফোকাস করা হয়েছে যেখানে ইতিমধ্যে গ্রিডে অ্যাক্সেস ছাড়াই সত্যিকারের শক্তি দুর্বল এমনদের চেয়ে বিতরণ লাইনগুলি ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে - তথাকথিত 'শেষ মাইল' সম্প্রদায়গুলি। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) এর মতে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দ্বারা চালিত অফ-গ্রিড স্ট্যান্ডেলোন বা মিনি-গ্রিড সিস্টেমে বিনিয়োগ (বিতরণযোগ্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বা ডিআরই) শক্তি দরিদ্রদের জন্য সরবরাহের ন্যূনতম ব্যয় সমাধান - যুক্ত সুবিধা সহ একটি সমাধান জিএইচজি নির্গমন এড়ানো[107]। তদুপরি, প্রকল্প সূচকগুলি কেবলমাত্র পরিমাণগত লক্ষ্যগুলি তালিকাভুক্ত করে, কোনও আরও ভাঙ্গন ছাড়াই, উদাহরণস্বরূপ, লিঙ্গ। যদিও এই প্রকল্পটি ইএসএসের অনুমোদনের আগে অনুমোদিত হয়েছিল, তবে ইএসএসের ফলাফল পরিচালনার কাঠামোটিতে গ্রিড বনাম গ্রিডের বাইরে গ্রিডের বাইরে শক্তি অ্যাক্সেসের সন্ধানে কোনও অর্থপূর্ণ পার্থক্য নেই। এসডিজি ৭ "সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক শক্তি পরিষেবা" এর জন্য কল করে, যা সংযোগের সংখ্যা পরিমাপ করে যাচাই করা যায় না[108]।

বাংলাদেশের জন্য আরও টেকসই শক্তির ভবিষ্যৎ

অন্যান্য অনেকের মধ্যে আইপিসিসি এবং জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ ফোরামের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হওয়ার জন্য, জীবাশ্ম জ্বালানীগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পর্যায়ক্রমে নির্ধারণ করা অপরিহার্য। এর অর্থ হল যে `যথারীতি ব্যবসা, আর বাংলাদেশের পক্ষে বিকল্প নয় এবং টেকসই পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানীর বিকল্পগুলি সমর্থন করার জন্য সংস্থানগুলি ডাইভার্ট এবং সচল করতে হবে।

জীবাশ্ম জ্বালানী বাংলাদেশের বিদ্যুতের প্রধান উৎস সরবরাহ করে। প্রাকৃতিক গ্যাস সামগ্রিক সরবরাহের ৬৪% প্রতিনিধিত্ব করে, তারপরে পেট্রোলিয়াম ২৫% এবং কয়লা ২% থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কেবল জলবায়ু দৃষ্টিকোণ থেকে একটি খারাপ সিদ্ধান্ত নয়, তবে যেহেতু ২০২৫ সালের প্রথমদিকে গৃহ সরবরাহ সরবরাহ শুরু হবে, যা দেশকে আমদানিতে নির্ভর করতে বাধ্য করবে[109]। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভাগ ছোট থেকে যায়, প্রায় ৫৩০ মেগাওয়াটে সরবরাহের ৪% এরও কম প্রতিনিধিত্ব করে, যার বেশিরভাগ জলবিদ্যুৎ[110]। এটি ২০২০ সালের মধ্যে ২০০৮ সালের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালায় সরকারের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য দাবি জানিয়েছে, কমপক্ষে ২ গিগাওয়াটে অনুবাদ করে[111]। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে আরও উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল, ২০২১ সালে ৩.১ গিগাওয়াট পাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল[112]। অন্যান্য জলবায়ু দুর্বল দেশগুলির সাথে একত্রে বাংলাদেশ ২০০০ সালের মধ্যে ১০০% পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী সরবরাহের জন্য উচ্চাভিলাষ স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশে বর্ধিত বিদ্যুত উৎপাদন প্রয়োজন অনস্বীকার্য: এক বিস্ময়কর। ৩৮% জনগণের বিদ্যুতের অ্যাক্সেস নেই, এই 'লাস্ট মাইল' সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গ্রিডের অ্যাক্সেস ছাড়াই[113]। বাংলাদেশ কীভাবে এটি তৈরি করতে বেছে নেবে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বর্তমান পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সরবরাহের সিংহভাগ হ'ল সৌরশক্তি এবং তার পরে জলবিদ্যুৎ[114]। উপ-গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশ হিসাবে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সৌরবিদ্যুতের জন্য বিশেষত উত্তম - এমন একটি প্রযুক্তি যা অনেকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা সহ পরিবেশের উপর সীমিত প্রভাব সহ এবং এটি তথাকথিত "শেষ মাইল" সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর জন্য আদর্শ। দেশের বিভিন্ন অংশেও বায়ু বিদ্যুতের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে[115]। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকল্পগুলির সাথে

আরেকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ'ল তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিতে আরও দৃঢ়তর হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু সম্পর্কিত বিপর্যয়ের পরে বিদ্যুৎ সিস্টেমগুলি দ্রুত জায়গায় ফিরে আসতে দিয়ে[116]।

বাংলাদেশের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানী সরবরাহের জরুরি প্রয়োজন এবং বিশাল ব্যবধানের প্রেক্ষিতে এআইআইবি আরও টেকসই কম কার্বন ও দরিদ্রপন্থী বিকল্পের পরিবর্তে জীবাশ্ম জ্বালানী শিল্পকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে হতাশাজনক। ইএসএস যুক্তি দেয় যে বিতরণযোগ্য জেনারেশন সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং শক্তি অ্যাক্সেস উভয়ের জন্য সমর্থন প্রয়োজন, তবে এর প্রমাণ খুব কমই পাওয়া যায় যে প্রতিষ্ঠানটি এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ভোলা আইপিপি এবং বরিশাল উভয়ের জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) সাথে পাওয়ার ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) অনুসারে, উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যাবে, প্রকল্পগুলি দ্বারা আক্রান্ত স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট বিধান নেই, বা শক্তি-দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য। তদুপরি, বিপিডিবি এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমস্ত পিপিএ দীর্ঘ মেয়াদী (২৩-২৫ বছর)। এটি এআইআইবির যুক্তিগুলির বিরোধী যে প্রাকৃতিক গ্যাস একটি রূপান্তর জ্বালানী - শেষ পর্যন্ত প্যারিস চুক্তিকে ক্ষুন্ন করে।

এআইআইবি বাংলাদেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি সমর্থন যেমন চূড়ান্তভাবে সীমিত জমির সহজলভ্যতা এবং ব্যাঙ্কেবল প্রকল্পের অভাবের সাথে চ্যালেঞ্জগুলির দিকে ইঙ্গিত করে[117]। যদিও এআইআইবি কেবলমাত্র আয়োজক দেশ কর্তৃক প্রস্থিত প্রকল্পগুলির মধ্যেই বেছে নিতে পারে, বাংলাদেশ সরকারকে এই জাতীয় প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানী অবকাঠামো নয়, উৎসাহী শক্তি দুর্বলদের জন্য অর্থায়নে তহবিল করার ক্ষেত্রে তার আগ্রহের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আরও কিছু করা দরকার । উদাহরণস্বরূপ, এআইআইবি তার বিশেষ প্রকল্প প্রস্তুতি তহবিলকে সরকারকে এই জাতীয় প্রকল্পগুলি প্রস্তুত ও প্রস্তাব করতে সহায়তা করতে পারে।

অন্যান্য এমডিবি বিভিন্নভাবে কাজ করেছে। এখনও অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরে, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি বাংলাদেশের একটি জাতীয় মালিকানাধীন ফিনান্স প্ল্যাটফর্মের অধীনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উদ্যোগকে সমর্থন করে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, যা ৪ মিলিয়নেরও বেশি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে। প্রোগ্রামটি বিক্রয়োত্তর সেবার জন্য প্রযুক্তিবিদ হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে মহিলাদের সহায়তা করেছে[118]।

এই উদ্যোগটি প্রমাণ করে যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলি কাজের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে। জ্বালানীর অ্যাক্সেস নারীদের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ থেকে মুক্ত করে সময় বাঁচাতেও সহায়তা করতে পারে যা প্রায়শই নারী ও শিশুদের দেওয়া হয়। অন্যান্য সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে হালকা অ্যাক্সেস নারীদের সন্ধ্যায় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ দিতে পারে, পাশাপাশি রাতে সুরক্ষার বৃহত্তর উপলব্ধি প্রদান করতে পারে[119]। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে একটি জলবায়ু ও জেন্ডার অ্যাকশন পরিকল্পনা প্রকাশ করে লিঙ্গটির গুরুত্ব স্বীকার করেছে, যা "প্রশমন এবং নিম্ন কার্বন উন্নয়ন" সহ চারটি অগ্রাধিকার খাতকে চিহ্নিত করে[120]। এটি সত্ত্বেও, এবং এআইআইবির ইএসএসের লিঙ্গকে বিবেচনায় আনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, এআইআইবি বাংলাদেশে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিতে লিঙ্গ সমতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এর খুব কম প্রমাণ পাওয়া যায় না।

> আমরা অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থিতিস্থাপকতা, চাকরি এবং এসডিজির জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলায় জরুরি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগকে স্বীকৃতি জানাই; প্যারিস চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু-নির্ভরশীল প্রবৃদ্ধি সরবরাহ করতে আর্থিক সংস্থাগুলির অভূতপূর্ব সংহতি প্রয়োজন।
>
> - ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম, শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা ২০১৮[125]

উপসংহার

প্যারিস-পরবর্তী একটি ব্যাংক হিসাবে, জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় পিছিয়ে না থেকে এআইআইবি-র জনতার সামনে থাকার সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য অনেক এমডিবির জীবাশ্ম জ্বালানী-ভারী আইনশৃঙ্খলা ব্যতীত, এআইআইবি জীবাশ্ম জ্বালানী সমর্থন করার পরিবর্তে জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করতে এবং সকলের জন্য শক্তির অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে - আরও টেকসই বিকল্পগুলিতে সরাসরি 'লাফ-ব্যাঙ' করতে পারে।

বাংলাদেশের এআইআইবির শক্তি পোর্টফোলিওর এই পর্যালোচনাটি একটি বিবর্ণ চিত্র প্রকাশ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসনীয় উচ্চাভিলাষ রয়েছে, যার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহায়তা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল দেশ হিসাবে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের তাপমাত্রাজনিত প্রভাব এড়াতে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত প্রান্তিকে যদি সীমাবদ্ধ না করা হয় তবে বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নকে সীমাবদ্ধ করতে হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি বলে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়[121]। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সরবরাহ বাড়াতে এবং এসডিজি ৭ এর সাথে

সামঞ্জস্য রেখে সবার জন্য শক্তি সরবরাহ করার লক্ষ্যগুলি বিশেষত উন্নয়ন ব্যাংকগুলির থেকে দ্রুত এবং পর্যাপ্ত সহায়তার প্রাপ্য।

আজ অবধি এআইআইবি বাংলাদেশে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে: কেবলমাত্র কম কার্বন এবং দরিদ্রপন্থী বিকল্পগুলিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমাগত ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়ে সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলছে। গ্যাসের উপর ভারী নির্ভরতার এটির উৎসাহ এক ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল যা কেবল গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না, তবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দিকে উত্তরণে - যেখানে অর্থ সর্বাধিক প্রয়োজন তা থেকেও বিচ্যুত হয়।

একটি এফআই বিনিয়োগসহ পর্যালোচিত পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে কোনটিই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাংলাদেশের এজেন্ডাকে সমর্থন করতে পারেনি। পরিবর্তে এআইআইবির বিনিয়োগগুলি জীবাশ্ম জ্বালানী এবং শক্তির অ্যাক্সেসের জন্য 'ঐতিহ্যবাহী' পদ্ধতির প্রতি ভারী পক্ষপাত দেখায়, যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদেরকে উপেক্ষা করে। বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণগুলিও ইঙ্গিত দেয় যে সম্প্রদায়গুলি প্রতিশোধের ভয়ে প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে কথা বলতে নারাজ[122]। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের ভয়েসগুলি প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা এবং বিবেচনায় নেওয়া উচিত তা নিশ্চিত করতে এটিআইআইবি অবশ্যই একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করবে।

পলিস চুক্তি এবং এসডিজির অর্জন - যেমন পলিস চুক্তি এবং এসডিজির অর্জনের মতো বিশ্বব্যাপী উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য এটিআইআইবির পক্ষে একটি নতুন ট্র্যাজেক্টোরি সেট করার সময় এসেছে যেখানে এটি তার প্রতিশ্রুতিগুলি সত্যই স্বীকৃতি দেয় - । অন্যান্য এমডিবির সাফল্য এবং ব্যর্থতা থেকে শিখতে এবং আরও উদ্ভাবনী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির দিকে একটি ট্রেইল জ্বলানোর সুযোগ এআইআইবি-র রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনকে আসন্ন কর্পোরেট কৌশল এবং ইএসএফ পর্যালোচনার বিকাশে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যান্য এমডিবির বিপরীতে, এআইআইবি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কীভাবে ভূমিকা রাখবে সে সম্পর্কে এখনও একটি স্পষ্ট এজেন্ডা নির্ধারণ করতে পারেনি। এটি orণগ্রহীতা সরকারগুলিকে একটি দুর্বল সংকেত পাঠাতে পারে যে এআইআইবি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিকে স্বাগত জানায়। যেমন এটি তার নীতি ও কৌশলগুলি বিকাশ অব্যাহত রেখেছে, এবং এর পোর্টফোলিও বৃদ্ধি পাচ্ছে, এআইআইবি অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানীর থেকে দূরে এবং আরও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে একটি সুস্পষ্ট পথ অবলম্বন করবে।

সুপারিশমালা

এআইআইবির উচিত:

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তির সর্বোচ্চ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এআইআইবি কীভাবে তার নীতি ও পরিচালনা পরিচালনা করবে, তার স্পষ্ট ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য, সময়সীমা ও লক্ষ্যবস্তু সহ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা বিকাশ ও বাস্তবায়ন করুন। এটি সুশীল সমাজ সহ স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় বিকাশ করা উচিত।

কয়লা ব্যবহারের জন্য কোনও এআইআইবি বিনিয়োগ বাড়বে না, তা নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা শিল্পোদ্যোগ ও এর সাথে সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা যেমন ট্রান্সমিশন লাইন বা রেলপথ বা বন্দরগুলি মূলত কয়লা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করা।

২০২০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানীর থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ স্থানান্তরের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রকাশ করুন, বিশ্বব্যাংকের উজানের তেল ও গ্যাসের জন্য অর্থায়ন শেষ করার প্রতিশ্রুতি মেলা সহ।

আর্থিক ঋণদানে জীবাশ্ম জ্বালানী লুফোলগুলি বন্ধ করুন, সহ সমস্ত এফআই ক্লায়েন্টকে কয়লা এবং অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানী বিনিয়োগগুলি ট্র্যাক এবং প্রকাশ করার জন্য; কয়লার সাথে ৫% এর বেশি পোর্টফোলিও এক্সপোজার সহ ক্লায়েন্টগুলিতে বিনিয়োগ না করা; এবং বিনিয়োগের এক বছরের মধ্যে পোর্টফোলিও ডার্বোনাইজেশন পরিকল্পনা তৈরির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেবল এফআই ক্লায়েন্টগুলিতে বিনিয়োগ, যার লক্ষ্য প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্য এবং সময়সীমার সাথে মিল রেখে নির্গমন হ্রাস অর্জন করা।

`শেষ মাইল' সম্প্রদায়ের অ্যাক্সেস এবং নিয়ন্ত্রণ সরবরাহের জন্য বিকেন্দ্রিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, পরিষ্কার রান্না সমাধান এবং উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেলগুলিতে শক্তি অ্যাক্সেস এবং স্কেলিংয়ে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উচ্চাভিলাষী শক্তি অ্যাক্সেসের লক্ষ্যগুলি পোর্টফোলিও এবং স্বতন্ত্র বিনিয়োগ স্তরে নির্ধারণ করা উচিত এবং এসডিজি ৭ এর সাথে একত্রিত হওয়া উচিত। এর ফলে বৃহত্তর হাইড্রো ড্যামগুলি বাদ দেওয়া উচিত যা ব্যাপক সামাজিক এবং পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এআইআইবির নীতি ও কৌশলগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিন। এর মধ্যে আসন্ন এআইআইবি কর্পোরেট কৌশল এবং ফলাফল ফ্রেমওয়ার্ক এবং ২০১৯ এর পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামোর পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

লিঙ্গীয় সাম্যতা এবং প্রান্তিক ও দুর্বল গোষ্ঠীর যেমন নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের, সমস্ত এআইআইবির নীতি ও ক্রিয়াকলাপগুলিতে নির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং অধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করুন।

মানবাধিকার রক্ষাকারী, অভিযোগকারী এবং যারা কোনও প্রকল্প, ক্লায়েন্ট বা সরকার সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করে এবং কোনও প্রতিশোধের মূল্যায়ন, প্রতিরোধ, প্রশমন ও প্রতিকারের জন্য রূপরেখা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং একটি মানবাধিকার রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে হুমকি বা হামলা নিষিদ্ধ করে এমন একটি শূন্য-সহনশীলতা নীতি গ্রহণ এবং ব্যাপকভাবে যোগাযোগ করে।

এআইআইবির উচিত বাংলাদেশের প্রকল্পে নিশ্চিত করা :

টেকসই পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে, স্বল্প দুর্বল শক্তির কাছে পৌঁছানোর বিকল্পগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেমন কম বিতরণযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তিগুলিতে রূপান্তরকে সমর্থন করুন

এআইআইবির নীতিমালা, যথাযথ পরিশ্রম পদ্ধতি এবং সর্বোত্তম মান অনুসরণ করুন

জমি দখলের ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন না এবং জমি অধিগ্রহণ যথাযথ পদ্ধতিতে করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করুন

জমির জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, জীবিকার ক্ষতি এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত বিপদের নিশ্চয়তা দিন

ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের শালীন জীবন ও জীবিকা নির্বাহের বিষয়টি নিশ্চিত করুন

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ সহ সকলের জন্য ফলাফল উপলব্ধ করা

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন কার্যকর করা

স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে বোধগম্য এমন পদ্ধতিতে সময়োচিত তথ্য প্রকাশ এবং অর্থবহ পরামর্শের বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

তথ্যসূত্র

1 UNFCCC. What is the Paris Agreement? https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement (accessed 17 June 2019)

2 Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C approved by governments, 2018, https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/

3 New China TV, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=0a7LEEWLHwE (accessed 30 May 2019)

4 AIIB, 2018. Energy Sector Strategy: Sustainable Energy for Asia. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/.content/index/_download/energy-sector-strategy.pdf

5 See for example http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/10/09/delivering-on-the-2030-agenda-statement; https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/12/03/multilateral-development-banks-mdbs-announced-a-joint-framework-for-aligning-their-activities-with-the-goals-of-the-paris-agreement

6 Data collected from AIIB Approved Projects in mid-December 2019, see https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html

7 bdnews.com, 2016. Bangladesh ratifies Paris climate deal. https://bdnews24.com/environment/2016/09/21/bangladesh-ratifies-paris-climate-deal (accessed 17 June 2019)

8 UNFCCC, The Paris Agreement, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/d2hhdC1pcy

9 World Bank Group. 2013. Towards a Sustainable Energy Future for All: Directions for the World Bank Group's Energy Sector. http://documents.worldbank.org/curated/en/745601468160524040/pdf/795970SST0SecM00box377380B00PUBLIC0.pdf; https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit

10 Germanwatch et al. 2018. Aligning the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) with the Paris Agreement and the SDGs Challenges and Opportunities. https://germanwatch.org/en/16354

11 AIIB, 2018. Energy Sector Strategy: Sustainable Energy for Asia. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/.content/index/_download/energy-sector-strategy.pdf

12 See for example https://www.forum-adb.org/post/groups-hit-adb-for-coal-legacy-and-continued-fossil-fuel-investments

13 Asian Development Bank, 2017. Climate Change Operational Framework 2017-2030: Enhanced Actions for Low Greenhouse Gas Emissions and Climate-Resilient Development. https://www.adb.org/documents/climate-change-operational-framework-2017-2030

14 See for example https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/12/03/multilateral-development-banks-mdbs-announced-a-joint-framework-for-aligning-their-activities-with-the-goals-of-the-paris-agreement

15 AIIB, Approved Projects. https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html (accessed 1 July 2019)

16 BIC Europe and Inclusive Development International, 2018. Moving Beyond Rhetoric: How the AIIB can close the loophole on fossil fuels. https://www.bic-europe.org/wp-content/uploads/2018/06/Moving-beyond-rhetoric-FINAL-0618.pdf

17 Anderson, K. and Broderick, J., 2017. Natural Gas and Climate Change. Tyndall Manchester, CEMUS, Uppsala University, SLU and Teeside University. https://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/natural_gas_and_climate_change_anderson_broderick_october2017.pdf

18 *Ibid*.

19 *Ibid*.

20 See for example https://www.brettonwoodsproject.org/2018/04/cao-accepts-complaint-related-miga-guarantee-tanap/

21 See for example https://www.bic-europe.org/wp-content/uploads/2018/06/Risky-Venture_FINAL.pdf, https://www.bic-europe.org/wp-content/uploads/2018/06/Moving-beyond-rhetoric-FINAL-0618.pdf

22 Data collected from AIIB Approved Projects in June 2019, see https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html

23 Email correspondence between AIIB and BIC Europe, 3 July 2019

24 AIIB, 2019, Environmental and Social Framework. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/Final-ESF-Mar-14-2019-Final-P.pdf

25 AIIB Vice President Joachim von Amsberg in response to a January 2018 letter from 30 CSOs.

26 See for example https://www.devex.com/news/civil-society-sounds-alarm-on-aiib-s-latest-hands-off-lending-deal-93002

27 BIC Europe, Inclusive Development International and SOMO, 2018. Financing Development in Myanmar: The Case of Shwe Taung Cement.

[28] Inclusive Development International et al., 2016. Outsourcing Development: Lifting the Veil on the World Bank Group's Lending through Financial Intermediaries. https://www.bic-europe.org/wp-content/uploads/2017/11/Outsourcing-Development-Disaster-for-Us-and-the-Planet.pdf

[29] Le Houreau, P, 2018. Opinion: A new IFC vision for greening banks in emerging markets. Devex. https://www.devex.com/news/opinion-a-new-ifc-vision-for-greening-banks-in-emerging-markets-93599

[30] See https://bic-europe.org/news/aiib-urged-to-take-on-lessons-learned-in-risky-lending/

[31] Westphal, M. I. and Masullo I., 2019. Aligning Electricity Transmission and Distribution Investments with a Paris Agreement Pathway. World Resources Institute

[32] *Ibid*.

[33] http://siteresources.worldbank.org/EXTENERGY2/Resources/4114199-1292347235985/GHGImpactofTDFullReport.pdf

[34] Westphal, M. I. and Masullo I., 2019. Aligning Electricity Transmission and Distribution Investments with a Paris Agreement Pathway. World Resources Institute

[35] See for example https://yaleglobal.yale.edu/content/climate-change-impacts-power-systems; https://www.intechopen.com/books/power-system-stability/effects-of-climate-change-in-electric-power-infrastructures

[36] https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/_download/trans-anatolian/document/tanap-project-document.pdf

[37] See https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2019/02/7th-February-2019-Complaint-Climate-Assessment-of-SGC.pdf and https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/cases/tap-tanap

[38] Eckstein, D., Hutfils, M-L and Winges, M., 2018. Global Climate Risk Index 2019. Germanwatch. https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf

[39] Intergovernmental Panel on Climate Change. 1995. IPCC Second Assessment Climate Change. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/06/2nd-assessment-en.pdf

[40] Kumari Rigaud, K. et al., 2018. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461

[41] Climate Vulnerable Forum, https://thecvf.org

[42] See http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/operations/projects/environment_and_energy/inclusive-budgeting-and-financing-for-climate-resilience1/national-policies-and-strategies/bangladesh-climate-change-strategy-and-action-plan--bccsap--.html and https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn__bangladesh_climate_change___gender_action_plan__1.pdf

[43] Bangladesh, 2008. Renewable Energy Policy of Bangladesh. https://www.iea.org/media/pams/bangladesh/Bangladesh_RenewableEnergyPolicy_2008.pdf

[44] Hanks, K. et al., 2018. IFI Energy Investments in Bangladesh: A way forward to SDG7. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ifi-energy-investments-in-bangladesh-a-way-forward-to-sdg-7-620433

[45] Government of the People's Republic of Bangladesh, 2016. Power System Master Plan 2016. Summary. https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/(E)_FR_PSMP2016_Summary_revised.pdf

[46] Mehedi, H, Hossain Tuhin, S, and Alam Prince, M, 2018. Bhola IPP and its Impact on Local Communities: Voices from the Ground, a Civil Society Study Report. Bangladesh Working Group on External Debt and Coastal Livelihood and Environmental Action Network.

[47] AIIB, Bhola IPP Project Summary Information, 2018. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/_download/Bangladesh/PSI-Bangladesh-Bhola-IPP-120118.pdf

[48] AIIB, 2018. Energy Sector Strategy: Sustainable Energy for Asia. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/.content/index/_download/energy-sector-strategy.pdf

[49] ERM, 2018. Environmental and Social Impact Assessment of 225 MW Dual Fuel (Gas and HSD based) Combined Cycle Power Plant (Bhola-II). https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/_download/Bangladesh/esia-nbbl-1.pdf

[50] Mehedi, H, Hossain Tuhin, S, and Alam Prince, M, 2018. Bhola IPP and its Impact on Local Communities: Voices from the Ground, a Civil Society Study Report. Bangladesh Working Group on External Debt and Coastal Livelihood and Environmental Action Network.

[51] Meeting between CLEAN, BWGED, NBBL and AECOM, 25 April 2019

[52] Mehedi, H, Hossain Tuhin, S, and Alam Prince, M, 2018. Bhola IPP and its Impact on Local Communities: Voices from the Ground, a Civil Society Study Report. Bangladesh Working Group on External Debt and Coastal Livelihood and Environmental Action Network.

[53] Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=619

[54] See for example, http://www.theindependentbd.com/arcprint/details/114089/2017-09-15

[55] Mehedi, H, Hossain Tuhin, S, and Alam Prince, M, 2018. Bhola IPP and its Impact on Local Communities: Voices from the Ground, a Civil Society Study Report. Bangladesh Working Group on External Debt and Coastal Livelihood and Environmental Action Network.

[56] *Ibid.*

[57] AIIB, 2019, Environmental and Social Framework. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/Final-ESF-Mar-14-2019-Final-P.pdf

[58] Mehedi, H, Hossain Tuhin, S, and Alam Prince, M, 2018. Bhola IPP and its Impact on Local Communities: Voices from the Ground, a Civil Society Study Report. Bangladesh Working Group on External Debt and Coastal Livelihood and Environmental Action Network.

[59] Email correspondence between AIIB and BIC Europe, 3 July 2019

[60] *Ibid.*

[61] Meeting between CLEAN, BWGED, NBBL and AECOM, 25 April 2019

[62] IFC, 2017. Strengthening Power Supply Strengthens Communities in Bangladesh. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/strengthening-power-provision-strengthens-communities-in-bangladesh

[63] See for example https://newsbase.com/topstories/summit-power-invest-us6bn-bangladesh

[64] Summit Power International. Operating Assets. https://summitpowerinternational.com/operating-assets (accessed 31 May 2019)

[65] AIIB, 2017. Project Summary Information: IFC Emerging Asia Fund. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2017/_download/Asia/summary/IFC-Emerging-Asia-Fund_PSI_2017-09-27-003.pdf

[66] Summit Power International, 2017. IFC AMC Emerging Asia Fund. https://www.youtube.com/watch?v=3wJRSMslpJ0

[67] IFC, 2016. IFC, IFC Emerging Asia Fund, and EMA Power Invest $175.5 million in Summit Group to Grow Bangladesh's Power-Generation Capacity. https://ifcext.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/0/B89C56FAACE81AA385258028002F788C

[68] IFC Project Information Portal (2016, 27 May), Summit Mezzanine, Summary of Investment Information, Project Sponsor and Major Shareholders of Project Company, https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/37593

[69] Daelim Energy is Korean company operating in the energy and infrastructure sectors with a particular focus on power and resources. See, Daelim Energy, Overview. http://www.daelimenergy.com/aboutUs/overview.html

[70] Daelim Energy, EMA Power Investment and Daelim EMA Management. http://www.daelimenergy.com/workingAssets/EMAPower.html

[71] Summit Power International, 2017. IFC AMC Emerging Asia Fund. https://www.youtube.com/watch?v=3wJRSMslpJ0 https://www.youtube.com/watch?v=3wJRSMslpJ0

[72] IFC, IFC Project Information Portal, Summit Mezzanine: Environmental & Social Review Summary. https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/37593 (accessed 31 May 2019)

[73] AIIB, 2017. Project Summary Information: IFC Emerging Asia Fund. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2017/_download/Asia/summary/IFC-Emerging-Asia-Fund_PSI_2017-09-27-003.pdf

[74] IFC Project Information Portal, Summit Mezzanine: Environmental & Social Review Summary. https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/ESRS/37593 (accessed 31 May 2019)

[75] ERM, 2018. Environmental and Social Assessment Study of 589.75 (net) MW on Gas (NG/RLNG)/ 541.22 (net) MW on Liquid Fuel (HSD) of Combined Cycle Power Station: Meghnaghat Power Hub, Narayanganj District, Bangladesh

[76] BIC Europe communication with Saadia Khairi, Co-Head, IFC Emerging Asia Fund, 17 October 2019

[77] Summit Power International. Barisal Power Plant. https://summitpowerinternational.com/barisal-power-plant [accessed 4 June 2019]

[78] Bangladesh Centre for Advanced Studies, 2016. Environmental and Social Impact Assessment Report of Summit Barisal Power Limited (110 MW), Rutapali, Barisal. http://idcol.org/social/SBPL_ESIA.pdf

[79] *Ibid.*

[80] Information provided by a BIC Europe supported research team which interviewed local communities in the vicinity of the Summit Barisal Power Plant in May 2019.

[81] Email correspondence between IFC and BIC Europe, 4 July 2019

[82] Bangladesh Centre for Advanced Studies, 2016. Environmental and Social Impact Assessment Report of Summit Barisal Power Limited (110 MW), Rutapali, Barisal. http://idcol.org/social/SBPL_ESIA.pdf

[83] *Ibid.*

[84] See Section 13(1) and 20(1) of the Water Act 2013, https://www.bwdb.gov.bd/archive/pdf/321.pdf

[85] ADB, Natural Gas Infrastructure and Efficiency Project. Contribution to the ADB Results Framework. https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/45203-006-crf.pdf

[86] ADB, Bangladesh: Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement Project. https://www.adb.org/projects/45203-006/main#project-documents (accessed 1 July 2019)

[87] ADB, 2018. External Social Safeguard Monitoring Inception Report. Bangladesh: Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement Project (Component 2 – Chittagong-Bakhrabad Gas Transmission Pipeline) https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/45203/45203-006-smr-en.pdf

[88] ADB, 2013. Bangladesh Natural Gas Transmission and Distribution Development Investment Program. Initial Poverty and Social Analysis https://www.adb.org/projects/documents/bangladesh-natural-gas-transmission-and-distribution-development-investment-program-ipsa

[89] Power Grid Company of Bangladesh (date unknown). 765 KV, 400 KV, 230 KV & 132 KV Grid Network (existing, U/C & planned). https://www.pgcb.org.bd/PGCB/images/geo-map.pdf

[90] https://www.aiib.org/en/projects/approved/2019/_download/bangladesh/document/power-system.pdf

[91] AIIB, Accountability Framework. https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/accountability-framework/index.html

[92] CEGIS, 2018. Resettlement Planning Framework for Expansion and Strengthening of Power System Network under Chittagong Area. https://www.pgcb.org.bd/PGCB/upload/ESIA/RPF_of_ESPSNP_under_Chattogram_Area.pdf

[93] See https://bic-europe.org/news/crunch-time-for-aiib-governance/

[94] AIIB, 2019. Approval Project Document: People's Republic of Bangladesh Power System Upgrade and Expansion Project. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2019/_download/bangladesh/document/power-system.pdf

[95] Power Grid Company of Bangladesh, 2019. Bangladesh Power System Upgrade and Expansion Project Chattogram. Environmental and Social Impacts Assessment. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2019/_download/bangladesh/document/BD-Chittagong-TL-ESIA.pdf

[96] See for example http://www.united.com.bd/companies/energy/united-anwara-power-ltd; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/2019/01/23/cabinet-body-approves-590mw-chittagong-power-plant

[97] *Ibid*.

[98] See for example https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2019/04/30/negligent-railway-authorities-blamed-for-repeated-oil-spills-in-chittagong

[99] See for example https://www.pgcb.org.bd/PGCB/?a=user/ongoing_project_details.php&id=145; https://www.pgcb.org.bd/PGCB/?a=user/ongoing_project_details.php&id=96; https://www.pgcb.org.bd/PGCB/?a=user/upcoming_project_details.php&id=104; https://www.powerengineeringint.com/articles/2018/05/2bn-coal-fired-power-plant-set-for-bangladesh.html; http://unb.com.bd/category/Business/indian-firm-to-install-countrys-longest-400-kv-power-transmission-line/10294

[100] AIIB, 2016. Project Document: The People's Republic of Bangladesh Distribution System Upgrade and Expansion Project. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/_download/bangladesh/document/approved_project_document_bangladesh_distribution_system_upgrade_and_expansion.pdf

[101] AIIB, 2019. SBF Project Implementation Monitoring Report. Bangladesh: Distribution System Upgrade and Expansion Project. https://www.aiib.org/en/projects/approved/_download/2016/bangladesh_distribution-system-upgrade.pdf

[102] See for example http://www.newagebd.net/article/74947/replacement-of-pre-paid-meters-demanded-in-munshiganj

[103] AIIB, 2016. Project Document: The People's Republic of Bangladesh Distribution System Upgrade and Expansion Project. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/_download/bangladesh/document/approved_project_document_bangladesh_distribution_system_upgrade_and_expansion.pdf

[104] World Population Review, Dhaka Population 2019. http://worldpopulationreview.com/world-cities/dhaka-population/

[105] Access Bangladesh Foundation, 2017. Risks and Impacts on People with Disabilities: Bangladesh Distribution System and Expansion Project. https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter%2F6c20e0cb-7827-438a-824a-75aa7d4c67a9_case+study-bangladesh+distribution++system+%281%29.pdf

[106] According to the digital elevation model of Google the Basundhara Residential Area to Tongi are the lowest elevated areas of Dhaka city.

[107] International Energy Agency, 2017. Outlook for Asia. https://www.iea.org/southeastasia/

[108] See https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7

[109] Hanks, K. et al., 2018. IFI Energy Investments in Bangladesh: A way forward to SDG7. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ifi-energy-investments-in-bangladesh-a-way-forward-to-sdg-7-620433

[110] Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2018. Bangladesh taking steps towards renewable energy. http://ieefa.org/bangladesh-taking-steps-toward-renewable-energy-goal/

[111] Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, 2008. Renewable Energy Policy of Bangladesh. https://www.iea.org/media/pams/bangladesh/Bangladesh_RenewableEnergyPolicy_2008.pdf

[112] Government of the People's Republic of Bangladesh, 2015. Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries (SREP): Investment Plan for Bangladesh. https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/bangladesh_srep_ip_final.pdf

[113] Hanks, K. et al., 2018. IFI Energy Investments in Bangladesh: A way forward to SDG7. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ifi-energy-investments-in-bangladesh-a-way-forward-to-sdg-7-620433

[114] See for example https://www.dhakatribune.com/bangladesh/power-energy/2019/01/12/can-bangladesh-meet-its-10-renewable-energy-target-by-2020

[115] Islam Sharif, S. et al, 2018. The Prospect of Renewable Energy Resources in Bangladesh: A Study to Achieve the National Power Demandf. Energy and Power 8:1. http://article.sapub.org/10.5923.j.ep.20180801.01.html

[116] Chattopadhyay, D., Bazilian, M. D. and Chattopadhyay, M., 2019. Climate Change Impacts on Power Systems. YaleGlobal Online. https://yaleglobal.yale.edu/content/climate-change-impacts-power-systems

[117] Email correspondence between AIIB and BIC Europe, 3 July 2019

[118] Hanks, K. et al., 2018. IFI Energy Investments in Bangladesh: A way forward to SDG7. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ifi-energy-investments-in-bangladesh-a-way-forward-to-sdg-7-620433

[119] International Renewable Energy Agency, 2019. Renewable Energy: A gender perspective. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019.pdf

[120] Government of the People's Republic of Bangladesh, 2013. Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan. https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn__bangladesh_climate_change___gender_action_plan__1.pdf

[121] BBC, 2018. What does 1.5C mean in a warming world? https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-45678338

[122] AIIB, 2018. Energy Sector Strategy: Sustainable Energy for Asia. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/.content/index/_download/energy-sector-strategy.pdf

[123] See IFC Performance Standard 3 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

[124] Kumari Rigaud, K. et al., 2018. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461

[125] Climate Vulnerable Forum, 2018. CVF Virtual Summit Communique. https://assets.ctfassets.net/aoj0wv34lhsp/2wgDCbJnqEM4wUkiUouSsk/dacaa671f766ab01adc5844ee5838f6c/CVF_Virtual_Summit_Leaders_Communique.pdf

RECOURSE
Making finance accountable to people and planet
রিকোর্স
সারফাটিস্ট্রাট ৩০, ১০১৮ জিএল আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
ইমেইল : info@re-course.org